আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

সুন্নীবার্তা ৮১
SUNNI BARTA

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ)
বিশেষ সংখ্যা-২০০৬

pdf By Syed Mostafa Sakib

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ)
- এর মাযার শরিফ, বেরেলী

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
AHLE SUNNAT WAL JAMA'AT (BANGLADESH)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(প্রস্তাবিত মাদ্রাসা ভবন)

আমিয়াপুর হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) মহিলা মাদ্রাসা (দাখিল)

(সরকারী অনুমতি প্রাপ্ত)

পোঃ পাঠান বাজার, উপজেলা ঃ মতলব (উত্তর), জেলা ঃ চাঁদপুর। স্থাপিত ঃ ১৯৯৫ইং

মুক্তহস্তে দান করুন

দেশী ও প্রবাসী সুন্নী মুসলমান ভাই ও বোনেরা!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসঃ "প্রয়োজনীয় দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা নর-নারী সকলের জন্যই ফরয"। আল্লাহর প্রিয় হাবীবের এই হাদীসকে সামনে রেখে এবং তার বাস্তবায়নের জন্যই চাঁদপুর জেলার মতলব (উত্তর) থানার অন্তর্গত ৪নং সাদুল্লাপুর ইউনিয়নে "আমিয়াপুর হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) মহিলা মাদ্রাসা (দাখিল)" ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ২০০১ সালে দাখিল খোলার সরকারী অনুমতি লাভ করেছে। ৮৫০জন ছাত্রী নিয়ে মাদ্রাসার যাত্রা শুরু হয়েছিল। ২০০৪ সালে ১৩জন মেয়ে দাখিল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ১১জন উত্তীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে ১জন ১ম বিভাগ পেয়েছে। ৫ম শ্রেণীতেও ১জন মেয়ে বৃত্তি পেয়েছে। ২০০৫ সালে দাখিল পরীক্ষায় ৫জন প্রথম বিভাগসহ ১২ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। মেয়েদের কিতাব পত্র এবং বোরকা ফ্রি দেয়া হচ্ছে। তদুপরি ১৫জন মোদাররেছ ও শিক্ষকের বেতন দেয়া হচ্ছে। কিন্তু বেতন বাবদ কোন সরকারী অনুদান এ যাবত পাওয়া যায়নি। আপনাদের এককালীন সাহায্য যথা- যাকাত, ফিতরা, কোরবানীর চামড়া, মান্নত, লিল্লাহ, মৌসুমী ধান- ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত সামান্য অর্থে কোন প্রকারে মাদ্রাসাটি পরিচালিত হয়ে আসছে। মেয়েদের মাদ্রাসায় পর্দা পুশিদার জন্য বাউন্ডারী ওয়াল ও পাকা ভবন নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন। নিচু জায়গা ভরাট করে ছাত্রী হোষ্টেল নির্মাণ করাও দরকার। এসব উন্নয়ন মূলক কাজ, শিক্ষক বেতন, ছাত্রীদের কিতাবপত্র ও বোরকা খরিদ বাবদ ২০০৬ সালে প্রাপ্তি সাপেক্ষে আনুমানিক ২২ (বাইশ) লাখ টাকার সম্ভাব্য বাজেট ধরা হয়েছে।

অতএব, দেশী ও প্রবাসী ভাই-বোনদের খেদমতে আরয- আপনাদের যাকাত ফিতরা, সদকা, মানত এবং লিল্লাহ ফান্ড হতে হযরত বিবি ফাতেমা মহিলা মাদ্রাসার উক্ত খাতসমূহে দান করে মেয়েদের দ্বীনী শিক্ষার সুযোগ দিন। খাতুনে জান্নাতের উছিলায় আপনাদের সন্তানাদির ভবিষ্যৎ উন্নতি কামনা করছি। আপনাদের দান চেকের মাধ্যমেও মাদ্রাসা একাউন্টে দান করতে পারেন। সব ধরনের দান রশিদ মূলে গ্রহণ করা হয়।

একাউন্ট নম্বর # আমিয়াপুর হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) মহিলা মাদ্রাসা

সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২১০৭৭১২৫, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ মোহাম্মদপুর শাখা, ঢাকা- ১২০৭

আরযগুযার, অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ. জলিল
আংশিক জমিন দাতা ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি
আমিয়াপুর হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) মহিলা মাদ্রাসা

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
১/১২ তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯১১১৬০৭, মোবাইল - ০১৭১- ৪৬৯২০৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুন্নীবার্তা
SUNNI BARTA

প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক ঃ অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেয মোহাম্মদ আবদুল জলিল (এমএম-এম এ-বিসিএস)
মহাসচিব, আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ।)

টাকা প্রেরণ ও যাবতীয় যোগাযোগ ঠিকানা ঃ এম.এ. জলিল, ১/১২, তাজমহল রোড (২য় তলা) মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোনঃ ৯১১১৬০৭, মোবাইল ঃ ০১৭১-৪৬৯২০৩

উপদেষ্টা পরিষদ ঃ অধ্যক্ষ আল্লামা শেখ আব্দুল করীম সিরাজনগরী, পীরে তরিকত আল্লামা আবুল বশর আল কাদেরী, পীরে তরীকত হাফেয মাওলানা আবদুল হামিদ আল্-কাদেরী, অধ্যাপক এম.এ. হাই, ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ কুদরত উল্লাহ, আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন, আবদুর রাজ্জাক এস.পি.(অবঃ), পীরে তরীকত মানযুর আহমেদ রেফায়ী, পীরে তরীকত অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আমিরুল ইসলাম, ।

সহযোগিতায় ঃ কাজী মাওলানা মোবারক হোসাইন ফরাজী আল্-কাদেরী, মাওলানা সেকান্দর হোসাইন, এ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসাইন পাটোয়ারী আশরাফী, মুহাম্মদ জামাল মিয়া, মুহাম্মদ আবদুল মতিন, মুহাম্মদ হাশেম, নূরে আলম, আবুল হোসেন, শাকের আহমদ, আলহাজ্বা শাহানা আরা, আমিনুল ইসলাম তালুকদার।

সম্পাদক ঃ মাওলানা মুহাম্মদ মাসউদ হোসাইন-আল কাদেরী, যুগ্ম মহাসচিব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ), মোবাইল ঃ ০১৭১-৪৮৯৬৭৩

যুগ্ম সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ ইকবাল, যুগ্ম প্রকাশনা সচিব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ), মোবাইল ঃ ০১৮৯- ৪০৪৭৬৬

নির্বাহী সম্পাদক ঃ মাওলানা আবুল খায়ের হাবীবুল্লাহ, অর্থ সচিব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ), মোবাইলঃ ০১৮৯-১৪৭৬৩২

সার্কুলেশন ম্যানেজার ঃ মোহাম্মদ আব্দুর রব, যুগ্ম অর্থ সচিব,আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ), ফোন ঃ ৭২০৫১০৭, মোবা ঃ ০১৮৮৩৮৫৭৪৯, ০১৭৮২৬৬৮১৬

সেলস ম্যানেজার ঃ মোহাম্মদ আবুল খায়ের, যুগ্ম সমাজকল্যাণ সচিব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ), মোবাইলঃ ০১৭৬-৫৭৫১৬০

প্রকাশনা ও প্রচারে ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)

স্বত্বে ঃ সুন্নী ফাউন্ডেশন

বুলেটিন নম্বর- ৮১ মার্চ ঃ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা ও আখেরী চাহার শোম্বা সংখ্যা -০৬

সৌজন্য হাদিয়া- প্রতি কপি ঃ বাংলাদেশ- ১২ টাকা মাত্র
যুক্তরাজ্য (বার্ষিক) £ 12.00
যুক্তরাষ্ট্র (বার্ষিক) $ 24.00
সৌদী আরব (বার্ষিক) S.R 48.00
কুয়েত (বার্ষিক) Dinar 12.00
ইউরোপীয় ইউনিয়ন EURO 15.00

মূদ্রণ ঃ *মাল্টিমিডিয়া কমিউনিকেশন্স,* ২২৭/১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০, ফোনঃ ৯৩৪০৮০০ ।

কম্পিউটার এডিটিং ঃ মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, ০১৭৭-৬৩২৫৬৪

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূচীপত্র

১। হাদীসে রাসুল (দঃ) ঃ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ০৩

২। মনীষীদের দৃষ্টিতে আ'লা হযরত (রহঃ) ০৫

৩। বাদ্যযন্ত্রসহ ছামা প্রসঙ্গে ঃ চিশতিয়া তরিকার মাশায়েখগণের ফতোয়া ০৮

৪। বাদ্যযন্ত্রসহ ছামা সম্পর্কে আ'লা হযরতের ফতোয়া ১০

৫। সফর চাঁদের শেষ বুধবার ঃ আখেরী চাহার শোম্বা ১৪

৬। "মউদূদী জামায়াতের স্বরূপ" ১৬

৭। তাবলিগী জামায়াতের গোপন রহস্য ১৯

৮। A POINY-BY-POINT REPLY TO MAJLISUL ULAMA ২২

৯। জামায়াতে ইসলামীর বাতিল মতবাদ ও সদস্যদের আক্বিদা ২৫

১০। প্রশ্ন ও উত্তর ঃ (আক্বিদা ও আমল) ২৮

১১। সৈয়দ আহমদ বেরভীর গোপন যোগাযোগ ৩২

সুন্নী বার্তার এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

১। দেশী এজেন্সী নূন্যতম ২০ কপি- ৩০% কমিশন। ভিপি যোগে প্রেরণ।

২। বিদেশী এজেন্সী নূন্যতম ১০ কপি- ৫০% কমিশন। মানি অর্ডার যোগে অথবা ব্যাংক একাউন্টে টাকা প্রেরণ করবেন।

৩। দেশী গ্রাহকঃ (রেজেষ্ট্রি ডাকযোগে) বার্ষিক ১৭০/- টাকা এবং বিদেশী গ্রাহকঃ বার্ষিক £ 12.00,$ 24.00, SR 48.00, URO 15.00, KD 12.00। ষান্মাষিক যথাক্রমে ৮৫/- টাকা ও £ 6.00 $12.00 SR 24.00 URO 8.00 KD 7.00

৪। গ্রাহকঃ (সাধারণ ডাক) বার্ষিক ১৩০/- টাকা, ষান্মাষিক ৭০/- টাকা। (শুধু ঢাকা শহরের ক্ষেত্রে)

৫। গ্রাহকগণকে অগ্রীম টাকা পাঠাতে হবে।

৬। দেশী এজেন্সীকে এক মাসের টাকা জামানত রাখতে হবে।

৭। নাম, গ্রাম, ডাকঘর ও জিলার নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে।

ব্যাংক একাউন্ট (বিদেশীর বেলায়)	টাকা পাঠানোর ঠিকানা
হাফেয মোঃ আব্দুল জলিল হিসাব নং সঞ্চয়ী- ২৫৯৩ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক তাজমহল রোড শাখা মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭	অধ্যক্ষ হাফেয মোঃ আব্দুল জলিল ১/১২, তাজমহল রোড (২য় তলা) মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭

সম্পাদকীয় ঃ আ'লা হযরত

২৫শে ছফর ১৩৪০ হিজরীতে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা ফাযেলে বেরেলী (রহঃ) ইনতিকাল করেছেন। ১২৭২ হিজরীতে জন্ম হয়ে ১৪ বৎসর বয়সে সমস্ত ইলম সমাপ্ত করে মুফতী পদে আসীন হয়ে দীর্ঘ ৫৬ বৎসর ফতোয়াদানের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন তিনি। সাথে সাথে ১৫০০ কিতাব লিখে সমাজ সংস্কারের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন বলে আরব- আজমের মুফতীগণ একবাক্যে তাঁকে জমানার মুজাদ্দিদ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি ১২শ হিজরীর শেষ মাথায় সংস্কার কাজ শুরু করেন এবং ১৩৪০ হিজরীর সফর মাস পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখেন। তাঁর সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে রয়েছে নব্য কাদিয়ানী ফিৎনা ও ওহাবী ফিৎনার মূলোৎপাটন। দেওবন্দীরা ওহাবী আন্দোলন ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খারেজী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে। এমন কি- মাদ্রাসার সিলেবাসভূক্ত কিতাব সমূহের পুরাতন হাশিয়া ও ব্যাখ্যা বদলিয়ে তা মাদ্রাসা ছাত্রদের নিকট পৌছিয়ে দেয়। এতোদ্দেশ্যে তারা দিল্লী, দেওবন্দ, থানাবন্দ সহ সর্বত্র লাইব্রেরীও প্রতিষ্ঠা করে।

আ'লা হযরত তাদের সমস্ত হাশিয়া ও ব্যাখ্যা রদ করে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের উপর ৪৬টি ব্যাখ্যাও টীকা লিখেন- যাতে সুন্নী আলেমগণ দেওবন্দী ধোকা হতে রক্ষা পেতে পারেন। ইসমাঈল দেহলভী, কাশেম নানুতবী, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, খলীল আহমদ আম্বেটী ও আশ্রাফ আলী থানবীর লিখিত কিতাব সমূহের রদ লিখে আ'লা হযরত যে বিরাট ইহসান করেছেন- তার ঋণ কোন সুন্নী আলেম পরিশোধ করতে পারবেনা। এখন যদি আমরা আ'লা হযরতের বিশাল বিশাল গ্রন্থ সমূহ সংগ্রহ করে তার অনুবাদ বাংলাদেশে ছেড়ে দিতে পারি এবং জায়গায় জায়গায় সুন্নী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে পারি- তাহলে সামান্য শুকরিয়া আদায় করা হবে।

ছিরিকোটী দরবার শরীফের হুযুর হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ ছিরিকোটী (রাঃ) ও হযরত হাফেজ তৈয়ব শাহ (রাঃ) যথাক্রমে চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া ছুন্নিয়া আলীয়া ও ঢাকা মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়বিয়া আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে মোজাদ্দেদের ভূমিকা পালন করে গেছেন। এর ধারাবাহিকতায় আজ স্থানে স্থানে খাঁটি সুন্নী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। আ'লা হযরতের কিতাব সমূহের অনুবাদও চলছে। এটা আশার আলো। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ) প্রতিবৎসর সফর মাসে আ'লা হযরত কনফারেন্স করে তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছে। এ উপলক্ষ্যে সুন্নীবার্তা বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করছে। বর্তমান সংখ্যায় আ'লা হযরতের মূল্যায়নমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে। বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে আ'লা হযরতের বিখ্যাত ফতোয়া আশা করি সুন্নী জনতার চোখ খুলে দিবে।

ইরফানে শরিয়তের ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশের কাজ হাতে নিয়েছে সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র। ঢাকায় আ'লা হযরত একাডেমী প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। নিজস্ব মাদ্রাসার ছাত্র না হলে ইসলামী ছাত্রসেনার কাজ নিয়তঃই বাধাগ্রস্ত হতে থাকবে। তাই উক্ত একাডেমী প্রতিষ্ঠায় সামর্থবানদের এগিয়ে আসা উচিৎ। ছয় কোটি টাকার প্রজেক্ট তৈরী করে সাহায্যের জন্য বার বার আবেদন জানানো হচ্ছে। আশা করি, আমাদের এই স্বপ্ন পূরণে দেশের ও প্রবাসের সুন্নী প্রেমিক সামর্থবানরা এগিয়ে আসবেন। আগামী ২৬শে মার্চ ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশনে আ'লা হযরত কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে। সকলে সাদরে আমন্ত্রিত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীসে রাসুল (দঃ) ঃ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ

-সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالْحَاكِمُ فِى الْمُسْتَدْرَكِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِى الْمَعْرِفَةِ وَذَكَرَهُ الْاِمَامُ الْجَلِيْلُ جَلَالُ الدِّيْنِ السُّيُوْطِيُّ فِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَالْبَزَّارُ فِىْ مَسَانِيْدِهٖ وَالطَّبْرَانِيُّ فِى الْمُعْجَمِ الْاَوْسَطِ وَاَبُوْنُعَيْمٍ فِى الْحِلْيَةِ وَابْنُ عَدِيٍّ فِى الْكَامِلِ)

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আন্হু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসুল করিম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা প্রতি শতাব্দীর মাথায় উম্মতে মোহাম্মদীর মঙ্গলের জন্য এমন লোককে প্রেরণ করেন- যিনি বা যাঁরা এই দ্বীন ইসলামকে সংস্কার করবেন" (আবু দাউদ শরীফ, মোস্তাদরাক হাকিম, বায়হাকীর মারেফাহ, জালালুদ্দীন সুয়ূতির জামেউস সগীর, হাসান বিন সুফিয়ান, বাজজারের মুসনাদ, তাবরানীর মো'জামে আওছাত, আবু নোয়াইমের হিলইয়া এবং আদীর- কামিল-ইত্যাদি)।

মোজাদ্দেদের অর্থঃ তাজদীদ অর্থ সস্কার করা, আবর্জনা সাফ করা ও নূতন জীবন দান করা। সুতরাং মুজাদ্দিদ অর্থ- যিনি শিক্ষায় দীক্ষায়, ওয়াজে নসিহতে, লেখায়-লিখনিতে উম্মতে মোহাম্মদীর প্রচুর ধর্মীয় মঙ্গল সাধন করেন, যিনি ন্যায়ের নির্দেশ দিতে পারেন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে পারেন, যিনি সমাজ থেকে শরিয়ত বিগর্হিত আকিদা ও কার্যকলাপ দূর করতে সক্ষম, সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে পারেন ও সত্যপন্থীদের পথ নির্দেশনা দিতে পারেন। এক কথায়- যিনি আকিদাগত ও আমলগত কুসংস্কার দুর করতে পারেন।

মোজাদ্দেদের শর্ত ও শুনাবলীঃ মুজাদ্দেদ হওয়ার প্রধান শর্ত হলো- সুন্নী ও শুদ্ধ আকিদাপন্থী হওয়া, বিজ্ঞ আলেম হওয়া, ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি শাখায় পারদর্শী হওয়া, যুগের প্রসিদ্ধ মনিষীদের মধ্যে অন্যতম হওয়া, নব্য ধর্মীয় বিদআতী ফির্কার মূলোৎপাটনকারী হওয়া, সত্য প্রচারে নির্ভিক হওয়া, ধর্মীয় প্রচারে নির্লোভ হওয়া, মুত্তাকী ও পরহেজগার হওয়া, শরিয়ত ও তরিকতের গুনে গুনান্বিত হওয়া, খেলাফে শরা ও অশ্লীল কাজে হৃদয় ভারাক্রান্ত হওয়া, এক শতাব্দীর শেষে ও পরবর্তী শতাব্দীর শুরুতে উপরোক্ত সর্ব বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করা ও যুগের হাক্কানী প্রসিদ্ধ উলামাগণের দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করা এবং তাঁদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করা- এগুলো হলো মুজাদ্দিদের অন্যতম গুন।

শতাব্দীর মুজাদ্দেদ কতজন? প্রত্যেক শতাব্দীতে মাত্র একজন মুজাদ্দিদ হওয়া শর্ত নয়- বরং একাধিক লোকও মুজাদ্দিদ হতে পারেন। আবার প্রতি দেশেও একজন মুজাদ্দিদ হতে পারেন। এমনকি- ধর্মীয় পৃথক পৃথক শাখায়ও এক একজন মুজাদ্দিদ হতে পারেন। আল্লামা মানাভী (রহঃ) তাইছীর গ্রন্থে এই অভিমতই পেশ করেছেন। কেননা, হাদীসে পাকে مَنْ শব্দ এসেছে- যার অর্থ- যিনি বা যাঁহারা। মোদ্দা কথা- "মান" শব্দটি একবচন ও বহুবচন- উভয় অর্থেই হতে পারে। তাই একই সময়ে এক বা একাধিক মুজাদ্দেদও হতে পারেন।

মোজাদ্দিদের বিশেষ শর্তাবলীঃ উপরে বর্ণিত হাদীসে মুজাদ্দিদের যেসব শর্ত বর্ননা করা হয়েছে- তার ব্যাখ্যা করার জন্য লাখনৌর আবদুল হাই লাখনোভীর নিকট কতিপয় প্রশ্ন করা হয়েছিল। যথাঃ-

(১) শতাব্দীর মাথা বলতে কি বুঝায়? শতাব্দীর শেষ মাথা- নাকি শতাব্দীর প্রথম মাথা?

(২) মুজাদ্দিদের আলামত ও শর্তাবলী কি কি?

(৩) মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী এবং তার পীর সৈয়দ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহমদ বেরলভী মুজাদ্দিদ ছিল কি না?

(৪) হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী হতে কারা কারা মুজাদ্দিদ ছিলেন?

উক্ত প্রশ্নের জবাবে আবদুল হাই লাখনোভী "মজমুউল ফাতাওয়া দ্বিতীয় খণ্ড ১৫১ ও ১৫২ পৃষ্ঠায় নিম্নরূপ জবাব দেনঃ

(১) হাদীস বিশারদগণের ঐক্যমতে শতাব্দীর মাথা অর্থ-শেষ মাথা। সুতরাং শতাব্দীর শেষ মাথায় মুজাদ্দিদের সংস্কার কার্যক্রম শুরু হতে হবে।

(২) মুজাদ্দিদের আর এক শর্ত হলো- ইলমে যাহের ও ইলমে বাতেনের অধিকারী হওয়া। শুধু শরিয়তের বিজ্ঞ আলেম হওয়া যথেষ্ট নয়।

(ক) শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান, মৌলিক গ্রন্থ রচনা ও ওয়াজ নসিহতের দ্বারা মানুষের মঙ্গল সাধনে ব্যাপক খ্যাতিলাভ, কুসংস্কার বা বিদআতে ছাইয়েয়ার মুলোৎপাটন এবং মৃত সুন্নতের পূনর্জীবন দান করা।

(ঘ) এক শতাব্দীর শেষাংশে ও পরবর্তী শতাব্দীর প্রথমাংশে তাঁর এলেম ও সংস্কারমুলক কাজের ব্যাপক প্রসিদ্ধি ও স্বীকৃতি লাভ।

এই চার প্রকার গুনাবলী যার মধ্যে নেই- সে মুজাদ্দিদের শ্রেণী ভুক্ত হতে পারবেনা।

(৩) তৃতীয় প্রশ্নের জবাবে আল্লামা লাখনোভী বলেন- উপরোক্ত শর্তাবলীর আলোকে সৈয়দ আহমদ বেরলভীও ইসমাঈল দেহলভী মুজাদ্দিদের সংগায় পড়েনা। কেননা, সৈয়দ আহমদ বেরলভীর জন্ম হয়েছে ১২০০ বা ১২০১ হিজরীতে এবং ইসমাঈল দেহলভীর জন্ম হয়েছে ১১৯৩ হিজরীতে। তাদের কেউ-ই শতাব্দীর শেষাংশে কোন ক্ষেত্রেই প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। সুতরাং তারা মুজাদ্দিদ নন।

সৈয়দ আহমদ বেরলভী ছিলেন নিরক্ষর, তার মুজাদ্দিদ হওয়ার প্রশ্নই উঠেনা। ইসমাঈল দেহলভী যদিও বাতিল এলেমে প্রসিদ্ধ ছিল- কিন্তু দুই শতাব্দী পায়নি। তদুপরি- উভয়েই বালাকোট ময়দানে ১২৪৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ৬ই মে তারিখে পাঠান সুন্নী মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল। (-সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র)।

মুজাদ্দিদের তালিকা ঃ

(৪) আল্লামা ইবনে হাজর আছকালানী (রহঃ) তাঁর القَوْ اند الحجة فى من يبعثه الله لهذه الامة গ্রন্থে এবং ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতি (রহঃ) তাঁর فيمن متنبه يبعثه الله على رأس مأة গ্রন্থে- তাঁদের যুগ পর্য্যন্ত মুজাদ্দিদের যে তালিকা পেশ করেছেন, তাঁদের তালিকা নিম্নরূপ।

(ক) প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) (উমাইয়া খলিফা)।

(খ) দ্বিতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) (১৫০-২০৪ হিজরী)। ইমাম আবু হানিফা (৮০-১৫০) ছিলেন মুজতাহিদ।

(গ) তৃতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ কাজী আবুল আব্বাছ ইবনে শোরাইহে শাফেয়ী, ইমাম আবুল্ হাছান আশআরী ও ইবনে জারীর তাবারী।ঃ

(ঘ) চতুর্থ শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ আবু বকর বাকেল্লানী, আবু তাইয়েব ছা'লুকী প্রমূখ।

(ঙ) পঞ্চম শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ- ইমাম আবু মুহাম্মদ গাযালী (রহঃ) গং।

(চ) ষষ্ট শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) গং।

(ছ) সপ্তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ ইমাম তকিউদ্দীন সুবুকী গং।

(জ) অষ্ঠম শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ ইমাম যয়নুদ্দীন ইরাকী, আল্লামা শামছুদ্দীন জওযী, সিরাজউদ্দিন বালকিনী গং।

(তাদের তালিকা শেষ)।

(ঝ) নবম শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতি, আল্লামা সামছুদ্দীন সাখাভী গং।

(ঞ) দশম শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ আল্লামা শিহাবুদ্দীন রমলী, মোল্লা আলী ক্বারী গং।

(ট) একাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ ইমামে রাব্বানী আহমদ সিরহিন্দী (রহঃ), শেখ আব্দুল হক দেহলভী (রহঃ)- প্রমূখ।

(ঠ) দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ মহিউদ্দিন আলমগীর বাদশাহ।

(ড) এয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভী (রহঃ)। (শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র জন্ম ১১১৪ হিজরী এবং মৃত্যু ১১৭৪ হিঃ- তাই মুজাদ্দিদ নন)।

(ঢ) চতুর্দশ শতাব্দীর আরব ও আজম সমর্থিত মুজাদ্দিদঃ ইমাম আহমদ রেযা খান বেরেলভী (রহঃ) জন্ম ১২৭২, ইন্তেকাল ১৩৪০ হিঃ। তিনি দুই শতাব্দী পেয়েছেন।

(ন) পঞ্চদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ প্রতীক্ষায় রয়েছে- এখনও তাঁর আত্মপ্রকাশ হয়নি।

-(অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ. জলিল)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মনীষীদের দৃষ্টিতে আ'লা হযরত (রহঃ)

কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন মানিক

ভূমিকা ঃ আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেযা খাঁন ফাযেলে বেরেলভী (রহঃ) ছিলেন একজন খাঁটি নবীপ্রেমিক ইসলামী জ্ঞান বিশারদ ও মুজাদ্দিদ। তাঁর জন্ম এমনই এক সময় -যখন বিজাতি বৃটিশরা উপমহাদেশে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল এবং দীর্ঘ মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলমান সাম্রাজ্যকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের লক্ষ্য -বস্তুতে পরিণত করেছিল। বৃটিশরা ধর্মীয় অঙ্গনে বিভ্রান্তি ছড়াবার জন্য কিছু ভারতীয় দেওবন্দী উলামাকে ভাড়া করে তাদের দিয়ে দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়ে কুরআন সুন্নাহ্‌র অপব্যখ্যা দিচ্ছিল এবং মুসলমানদের ঈমান আক্বিদা কলুষিত করছিল। বিশেষ করে ইসলামের মহানতম পয়গম্বর হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মান মর্যাদা খাটো করে এই সব ভাড়াটে মওলভীরা যখন ফতোয়াবাজি করছিল, ঠিক তখনই বজ্র নিনাদে আ'লা হযরত শাহ আহ্‌মদ রেজা খাঁন সাহেব (রহঃ) ইসলামের পতাকা হাতে নিয়ে কলমী যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হন এবং মুসলমানরূপী শত্রুকে সমূলে উৎখাত করেন।

তিনি উপমহাদেশের মুসলমানদের হৃদয়ে রাসুল প্রেমের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন এবং ঈমানকে সঞ্জীবিত করেন। বস্তুতঃ তিনি উপমহাদেশের মুসলমানদের ত্রাণকর্তা হিসাবে আবির্ভূত হন। তিনি ১৮৫৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৭ সালে। দেওবন্দের কাশেম নানুতবী, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, খলিল আহমদ আম্বেটী ও আশ্রাফ আলী থানবী রচিত কুফুরী আক্বিদা সম্বলিত সমস্ত কিতাবের খন্ডন লিখে তিনি ইমামে আহলে সুন্নাত ও মুজাদ্দেদ খেতাব লাভ করেন।

আ'লা হযরত সম্পর্কে বিশ্বের মনীষীগণ উচ্চসিত প্রশংসা করেছেন। এ প্রবন্ধে আমরা সেই সমস্ত মনীষীর বক্তব্য উপস্থাপন করবো। উল্লেখ্য যে, এগুলো পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মাসউদ আহ্‌মদের "ইমাম আহ্‌মদ রেযা" শীর্ষক গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। এ দেশীয় আ'লা হযরতের দুশমনরা এসব মন্তব্য দেখুন।

আ'লা হযরত সম্পর্কে পীর- মাশায়েখগণের ভাষ্য

১। আল্লামা হেদায়াতুল্লাহ সিন্দী মোহাজির মাদানী বলেন ঃ তিনি (আ'লা হযরত) একজন প্রতিভাধর, নেতৃত্ব দানকারী আলেম, তাঁর সময়কার প্রখ্যাত আইনবিদ এবং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সুন্নাহ্‌র দৃঢ় হেফাজতকারী, বর্তমান শতাব্দীর পুণরুজ্জীবন দানকারী, যিনি "দ্বিনে মতিন" এর জন্য সর্বশক্তি দ্বারা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, যাতে শরীয়তের হেফাজত করা যায়। "আল্লাহর পথের" ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণকারীদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপের প্রতি তিনি তোয়াক্কা করেন নি। তিনি দুনিয়াবী জীবনের মোহ সমূহের পিছু ধাওয়া করেননি -বরং রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রশংসা সুচক বাক্য রচনা করতেই বেশী পছন্দ করেছিলেন। হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রেমের ভাবোন্মত্বতায় তিনি সর্বদা মশগুল ছিলেন বলেই প্রতীয়মান হয়। সাহিত্যিক সৌন্দর্য মন্ডিত ও প্রেম ভক্তিতে ভরপুর তাঁর "নাতিয়া পদ্যের" মূল্য যাচাই করা একেবারেই অসম্ভব। দুনিয়া এবং আখেরাতে তাঁর প্রাপ্ত-পুরস্কারও ধারনার অতীত। মওলানা আব্দুল মোস্তফা শায়েখ আহ্‌মদ রেযা খাঁন- হানাফী কাদেরী সত্যিই পান্ডিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ খেতাব পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ্‌ তাঁর হায়াত দারাজ করুন। (১৯২১ সালের প্রদত্ত বক্তব্য, তথ্যসূত্র ঃ মা'আরিফে রেযা করাচী, ১৯৮৬ খৃঃ পৃষ্ঠা নং- ১০২)

২। জিয়াউল মাশায়েখ আল্লামা মোহাম্মদ ইব্রাহীম ফারুকী মোজাদ্দেদী, কাবুল, আফগানিস্তান ঃ তিনি বলেন- "নিঃসন্দেহে মুফতী আহ্‌মদ রেযা খাঁন বেরেলভী ছিলেন একজন মহাপন্ডিত। মুসলমানদের আচার-আচরণের নীতিমালার ক্ষেত্রে তরীকতের স্তরগুলো সম্পর্কে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। ইসলামী চিন্তা-চেতনার ব্যাখ্যা করন এবং প্রতিফলনের ব্যাপারে তাঁর যোগ্যতা এবং বাতেনী জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গি উচ্চসিত প্রশংসার দাবীদার। ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল

pdf By Syed Mostafa Sakib

জামাআতের মৌলনীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পরিশেষে, একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, এ আক্বিদা বিশ্বাসের মানুষের জন্য তাঁর গবেষণাকর্ম আলোকবর্তিকা হয়ে খেদমত আঞ্জাম দেবে"। (মকবুল আহ্মত চিশ্‌তি কৃত পায়গামাতে ইয়াওমে রেযা, লাহোর, পৃঃ- ১৮)

৩। আল্লামা আতা মোহাম্মদ বানদ্‌ইয়ালভী, সারগোদা, পাকিস্তান ঃ তিনি মন্তব্য করেন- "হযরত বেরলভী (ইমাম আহ্মদ রেযা) সহস্রাধিক কেতাব লিখেছেন। তিনি প্রতিটি বিষয় সম্পর্কেই বিস্তারিতভাবে আলেকপাত করেছেন। কিন্তু তাঁর সার্বক্ষণিক উজ্জ্বল কর্ম হলো কুরআন মাজীদের উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যামুলক গ্রন্থ "কানযুল ঈমান"। এর কোন তুলনা নেই। এই মহা সৌধ্‌সম কর্মের মূল্যায়ন শুধু সেই সকল জ্ঞান বিশারদই করতে পারবেন- যাদের উর্দু ভাষায় লিখিত অন্যান্য উন্নতমানের অনুবাদ ও ব্যাখ্যামুলক গ্রন্থের জ্ঞান আছে"। (পয়গামাতে ইয়াওমে রেযা, পৃঃ ৪৭)

উলামা ও বুদ্ধিজীবিদের অভিমত

১। ডঃ স্যার জিয়াউদ্দিন, উপাচার্য, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড় ভারত ঃ তাঁর ভাষ্য হলো- "শিষ্টাচারী ও উন্নত নৈতিকতা সমৃদ্ধ কোনো ব্যক্তি যখন কোনো শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষিত না হয়েই গণিতশাস্ত্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ধারন করেন, তখন তাকে খোদা প্রদত্ত জন্মগত বৈশিষ্ট্যই বলতে হবে। আমার গবেষণা ছিল একটি তত্ত্ব বা গাণিতিক সমস্যার সমাধান সম্পর্কে। কিন্তু ইমাম সাহেবের পদ্ধতি ও ব্যাখ্যাবলী ছিল স্বতঃস্পূর্ত; এ যেন বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর গভীর গবেষণা রয়েছে। ভারতে তাঁর মত এত সিদ্ধ পুরুষ আর কেউ নেই। এত উচুঁ মাপের পন্ডিত আমার মতে আর কেউ নেই। আল্লাহ্ তাঁর মাঝে এমন এক জ্ঞান নিহিত রেখেছেন- যা সত্যি বিস্ময়কর। গণিত, ইউক্লিড, আলজেবরা ও সময় নির্ণয়- ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি চমকপ্রদ। একটি গাণিতিক সমস্যা -যা আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করেও সমাধান করতে পারিনি - তা এই জ্ঞানী ব্যক্তিটি কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাখ্যা করে দিলেন"। (মোহাম্মদ বুরহানুল হক কৃত একরামে ইমাম আহ্মদ রেযা, লাহোর, পৃঃ ৫৯-৬০)।

২। আল্লামা আলাউদ্দিন সিদ্দিকী, উপাচার্য, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর,পাকিস্তানঃ তিনি বলেন- "বিভিন্ন ধর্মের মাঝে দ্বীন ইসলাম যেমন স্বাতন্ত্রমন্ডিত, ঠিক তেমনি মুসলমান চিন্তাবিদদের বিভিন্ন ধারায় আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। এমন এক সময় ছিল, যখন মৌলিক ধর্মীয় মুল্যবোধগুলো (আক্বিদা) অবহেলিত হচ্ছিল। সেই সংকটময় সন্ধিক্ষণে ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন আবির্ভূত হন এবং সংগ্রাম করে সেগুলোকে স্ব-মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। মাওলানা ছিলেন প্রকৃত অর্থেই ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত। মুসলমানদের উচিত- তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করা"। (আবদুন্নবী কাওকাব প্রণীত মাকালাতে ইয়াওমে রেযা, ১১তম খন্ড, লাহোর, ১৯৬৮, পৃঃ- ১৭)।

৩। ডঃ মোহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী, প্রতিষ্ঠাতা, তাহরিকে মিনহাজুল কুরআন, লাহোর, পাকিস্তান ঃ "দ্বীন ইসলামের ক্ষেত্রে মাওলানা আহ্মদ রেযা খাঁন বেরেলভী সাহেবের বহুমুখী খেদমতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে বিস্মিত হতে হয়। তিনি একজন ব্যাখ্যাকারী ও আবিস্কারক বলেই প্রতীয়মান হয়। ঈমান আক্বিদা ও গোষ্ঠীগতভাবে তাঁকে আবিস্কারক ও ব্যাখ্যাকারী বলেই মনে হয়। আইন-কানুনের ক্ষেত্রে তাঁকে উদ্ভাবনী ক্ষমতা সম্পন্ন আইনের প্রণেতা বলে মনে হয়। সর্বশেষে তরীকতের ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি হলেন মোজাদ্দেদ" (নবায়নকারী)। (ডঃ তাহিরুল কাদেরী রচিত হযরত মাওলানা আহ্মদ রেযা খাঁন বেরেলভী কা এল্‌মী নযম, লাহোর, ১৯৮৮ পৃঃ ১৫।

৪। ডঃ হাসান রেযা খাঁন আযমী, পাটনা, ভারত ঃ তিনি মন্তব্য করেন- "ফতোয়ায়ে রেযভীয়া- আ'লা হযরতের জ্ঞানদীপ্ত গবেষণাকর্ম অধ্যয়ন করে আমি তাঁর নিম্নলিখিত বিভিন্নমুখী প্রতিভার পরিচয় পেয়েছি।

ক) আইনবিদ হিসাবে তাঁর আলোচনা পর্যালোচনা, তাঁর সুদুর প্রসারী ভাবনা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, জ্ঞান ও বিচক্ষণতা তাঁর তুলনাহীন পান্ডিত্যকে প্রতিফলিত করে ।

খ) আমি তাঁকে একজন উঁচু মানের ইতিহাসবিদ হিসাবে পেয়েছি-যিনি আলোচ্য বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন দেয়ার জন্য বহু ঐতিহাসিক ঘটনা উদ্ধৃত করতে সক্ষম ছিলেন।

গ) আরবী ব্যাকরণ ও অভিধানের পাশাপাশি নাতিয়া পদ্যের পংতিতে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ বলেই দৃশ্যমান হচ্ছে।

ঘ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর হাদীস সমূহের যৌক্তিক ব্যাখ্যা করার সময় তাঁকে হাদীসশাস্ত্রের

pdf By Syed Mostafa Sakib

একজন বিজ্ঞ পন্ডিত বলেই পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

ঙ) তাঁর বিভিন্ন কর্মে তাঁকে শুধু একজন প্রখ্যাত আইনবিদই নয় -বরং অসাধারণ পদার্থবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতবিদ, দার্শনিক, ভাষাতত্ত্ববিদ ও ভূগোলবিদ হিসাবে পাওয়া যায়- যেসব বিষয়ে তাঁর বিশেষজ্ঞ মতামত বিময়াবলীর সুক্ষ্মাতিসুক্ষ বিশ্লেষণ নিয়ে ব্যাপৃত"। (ডঃ হাসান রেযা খাঁন কৃত ফকীহে ইসলাম, এলাহাদবাদ, ১৯৮১, পৃঃ- ১২/১৩)।

বিদেশী অধ্যাপকবৃন্দের অভিমত

১। অধ্যাপক ডঃ মহিউদ্দিন আলাউয়ী, আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রো, মিশর ঃ তিনি বলেন- "একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে যে, বিদ্যার প্রতিভা ও কাব্যগুণ কোন ব্যক্তির মাঝে একসাথে সমন্বিত হয় না। কিন্তু আহ্মদ রেযা খাঁন ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তাঁর কীর্তি এ রীতিকে ভুল প্রমানিত করে। তিনি কেবল একজন স্বীকৃত জ্ঞান বিশারদই ছিলেন না -বরং একজন খ্যাতনামা কবিও ছিলেন"। (সাওতুশ শারক, কায়রো, ফেব্রুয়ারী ১৯৭০, পৃঃ ১৬/১৭।)

২। শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গাদ্দা, ইবনে সৌদ বিশ্ববিদ্যালয় রিয়াদ, সৌদি আরব ঃ তাঁর বক্তব্য- "একটি ভ্রমনে আমার সাথে এক বন্ধু ছিলেন- যিনি ফতোয়ায়ে রেযভীয়া (ইমাম সাহেবের ফতোয়া) গ্রন্থখানা বহন করছিলেন। ঘটনাচক্রে আমি ফতোয়াটি পাঠ করতে সক্ষম হই। এর ভাষার প্রাচুর্য, যুক্তির তীক্ষ্নতা এবং সুন্নাহ ও প্রাচীন উৎস থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিসমূহ দেখে আমি অভিভূত হয়ে যাই। আমি নিশ্চিত- এমন কি, একটি ফতোয়ার দিকে এক নজর চোখ বুলিয়েই নিশ্চিত যে- এই ব্যক্তিটি বিচার বিভাগীয় অন্তর্দৃষ্টি সমৃদ্ধ একজন মহাজ্ঞানী আলেম"। (ইমাম আহ্মদ রেযা আরবাব ইত্যাদি, পৃঃ- ১৯৪)।

অন্যান্য ধর্মাবলম্বী পন্ডিতবর্গের অভিমত

১। ডঃ বারবারা, ডি, ম্যাটকাফ, ইতিহাস বিভাগ বারকলী বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ তিনি অভিমত পেশ করেন- "ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই অসাধারণ ছিলেন। গণিত শাস্ত্রে তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টির একটি ঐশীদান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি ডঃ জিয়াউদ্দিনের একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন- অথচ এর সমাধানের জন্য ডঃ জিয়াউদ্দিন জার্মান সফরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন"। (মা'আরিফে রেযা ১১তম খন্ডন আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ, ১৯৯১ পৃঃ- ১৮)।

২। অধ্যাপক ডঃ জে. এম. এস. বাজন- ইসলামতত্ত্ব বিভাগ, লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়, হল্যান্ড ঃ ডঃ মাসউদ আহমদের নিকট লিখিত তাঁর বক্তব্য হলো- "ইমাম সাহেব একজন বড় মাপের আলেম। তাঁর ফতোয়াগুলো পাঠের সময় এই বিময়টি আমাকে পুলকিত করেছে যে- তাঁর যুক্তিগুলো তাঁরই ব্যাপক গবেষণার সাক্ষ্য বহন করছে। সর্বোপরি- তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আমার প্রত্যাশার চেয়েও বেশী ভারসাম্যপূর্ণ। আপনি (ডঃ মাসউদ আহমদ) সম্পূর্ণ সঠিক। পাশ্চাত্যে তাঁকে আরো অধিক জানা ও মুল্যায়িত করা উচিত- যা বর্তমানে হচ্ছে"। (ডঃ মাসউদ আহ্মদকে প্রেরিত পত্র, তাং- ২১-১১-৮৬ হতে সংগৃহিত)

প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতে ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন (রাঃ)

১। মওলভী আশরাফ আলী থানবী, থানা ভবন, ভারত ঃ তিনি বলেন- "(ইমাম) আহ্মদ রেযা খাঁনের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে- যদিও তিনি আমাকে কাফের (অবিশ্বাসী) ডেকেছেন। কেননা, আমি পূর্ণ অবগত যে, এটা আর অন্য কোন কারণে নয় -বরং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর সুগভীর ও ব্যাপক ভালোবাসা থেকেই উৎসারিত"। (সাপ্তাহিক চাতান, লাহোর, ২৩শে এপ্রিল ১৯৬২)

২। আবুল আ'লা মওদুদী, প্রতিষ্ঠাতা, জামায়াতে ইসলামী ঃ তিনি মন্তব্য করেন- "মাওলানা আহ্মদ রেযা খাঁনের পান্ডিত্যের উচুঁমান সম্পর্কে আমার গভীর শ্রদ্ধা বিদ্যমান। বস্তুতঃ দ্বীনি চিন্তা-চেতনায় তাঁর মেধাকে স্বীকার করতে হয়"। (মাকালাতে ইয়াওমে রেযা, ১ম ও ২য় খন্ড, পৃঃ- ৬০)

উপসংহার

ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন (রহঃ) ছিলেন মুসলিম মনীষার প্রাণ পুরুষ। তাঁর অধিকাংশ গবেষণা কর্ম উর্দু ভাষায় রচিত হওয়ায় বাংলা ভাষাভাষী জনগণ সেগুলো থেকে বঞ্চিত। তাই ইয়াওমে রেযা-তথা ইমাম আহ্মদ রেযা খাঁন (রহঃ) কনফারেন্সের এই শুভলগ্নে আমি এদেশীয় জ্ঞানী পন্ডিতদের কাছে তাঁর গবেষণা কর্মকে বাংলায় অনুবাদ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ্ পাক তাওফিক দিন।

- কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন মানিক

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাদ্যযন্ত্রসহ ছামা প্রসঙ্গেঃ চিশতিয়া তরিকার মাশায়েখগণের ফতোয়া

-শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ)

বাদ্যযন্ত্রসহ ছামা সম্পর্কে হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়ার (রহঃ) অভিমত

منقول ہےکہ ایك آدمی نےحضرت محبوب سبحانی کی مجلس میں کہا کہ فلاں جگہ پرآپ کے دوست جمع ہیں اور مختلف قسم کي باجے بجارہے ہین-آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو ان کو گانے باجے اور محرمات سے دور رہنے کا حکم دیا تھا- انہونے اچھا نہین کیا اور پھر ان کے اس طرز عمل کي بڑي شدومد سے تردید کي کہ ان لوگون نے غلوسے کام لیا ہے- شریعت مین قوالي وغیرہ اور مزامیر کي کوئ اجازت نہیں"- اخبار الا خیار اردو صفح ۱۳۱

-শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) আখবারুল আখইয়ার গ্রন্থে হযরত মাহবুবে এলাহী নিয়ামুদ্দীন আউলিয়ার জীবনী আলোচনায় লিখেছেন- "বিশ্বস্ত সুত্রে বর্নিত আছে যে, হযরত মাহবুবে ছোবহানীর দরবারে এসে এক ব্যক্তি অভিযোগ করলো- অমুখ জায়গায় আপনার কতিপয় বন্ধু জামায়েত হয়ে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। হযরত মাহবুবে এলাহী বললেন- আমি তো তাদেরকে গানবাদ্য এবং হারামকাজ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলাম। তারা কাজটি ভাল করেনি। এরপর তিনি তাদের ঐ ধরনের কাজের তীব্রভাবে খন্ডন করলেন এবং বললেন- তারা উগ্রতা ও বাড়াবাড়ি করছে। শরিয়তে কাউয়ালী- ইত্যাদি এবং বাদ্যযন্ত্র বাজানোর কোনই অনুমতি নেই"। (আখবারুল আখইয়ার উর্দ্দু -কৃত শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী পৃঃ১৩১)।

মন্তব্যঃ এখন থেকে চারশত ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে ১০০০ হিজরীতে আখবারুল আখইয়ার কিতাবখানা লিখিত। ঐযুগে শেখ দেহলভী (রহঃ)মাহবুবে এলাহীর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে প্রমানিত হলো- চিশতিয়া তরিকার আকাবিরীন- অর্থাৎ হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া, তার পীর হযরত বাবা ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শকর, তাঁর পীর হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহঃ), তাঁর পীর হযরত খাজা মঈনউদ্দিন আজমেরী (রহঃ)-এর যুগে চিশতিয়া তরিকায় বাদ্যযন্ত্র হারাম ও শরিয়ত বিরোধী বলে বিবেচিত ছিল। তাঁদের ছামা ছিল বাদ্যযন্ত্র বিহীন গজল, নাত ও কাসিদা। তবলা বা সারিন্দা তাঁরা কখনও ব্যবহার করতেন না। পরবর্তী যুগে হয়তো অন্য কেউ যন্ত্রসহ ছামা প্রবর্তন করে থাকবেন। আমাদের দেশে চিশতিয়া তরিকার বহু দরবার রয়েছে। কিন্তু সব দরবারে বাদ্যযন্ত্র সহ ছামা হয়না। বুঝা গেলো- বাদ্যযন্ত্র চিশতিয়া তরিকার অংশ নয়- যদি হতো- তাহলে সবাই পালন করতে বাধ্য ছিলেন। যারা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে ছামা শুনেন- তারা শেখ দেহলভী ও মাহবুবে এলাহীর মন্তব্য স্বরণ করুন এবং নিজনিজ দরবারগুলোকে বাদ্যযন্ত্রমুক্ত করুন- নতুবা ওহাবী দুশমনেরা মাযার বিরোধী প্রচারনার সুযোগ পাবে।

বাদ্যযন্ত্রসহ ছামার ব্যাপারে ছিয়ারুল আউলিয়া গ্রন্থের ভাষ্য

হযরত মাহবুবে এলাহী নিযামুদ্দিন আউলিয়া (রহঃ)-এর সমসাময়িক লেখক (৭২৫ হিঃ) সৈয়দ হাসান মুহাম্মদ কিরমনী তাঁর লিখিত ছিয়ারুল আউলিয়ায় বাদ্যযন্ত্রসহ ছামা সর্ম্পকে হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়ার মতামত এভাবে তুলে ধরেছেন এবং শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ) তাঁর আখবারুল আখইয়ার গ্রন্থে তা উদ্ধৃত করেছেন-

سیر الاولیاء میں ہے کہ شیخ نظام الدین اولیاء کي محفل سماع مین مزامیر (باجے) وغیرہ نہ ہوتے تھے اور نہ ہی تالیان بجائ جاتی تھیں- اگر آپ سے کوئ کسی کے متعلق یہ کہتا کہ فلاں باجے وغیرہ سنتاہے توآپ اسے منع فرما دیتے اور فرماتے کہ باجے وغیرہ سننا شریعت میں ناجائز اور ممنوع ھے- (اخبار الا خیار اردو صفح ۱۸۹)

অর্থাৎঃ- শেখ আব্দুল হক দেহলভী (রহঃ) বলেন- নিযামউদ্দিন আওলিয়ার মুরিদ সৈয়দ মুহাম্মদ (৭৭১

pdf By Syed Mostafa Sakib

হিঃ)লিখিত ছিয়ারুল আউলিয়া নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, হযরত নিযামউদ্দিন আউলিয়ার মাহফিলে ছামায় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হতোনা এবং হাততালিও দেয়া হতোনা। যদি কারো ব্যাপারে হযরতের নিকট বলা হতো যে, অমুখ ব্যক্তি গান ও বাদ্যযন্ত্র শুনে- তাহলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে ডেকে নিষেধ করে দিতেন এবং বলতেন- বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি শুনা ইসলামী শরিয়তে নাজায়েয ও নিষিদ্ধ"। (শেখ আব্দুল হক দেহলভী কৃত আখবারুল আখইয়ার (উর্দূগ্রন্থের) উদ্ধৃতি -পৃষ্টা ১৭৯।

হযরত নাসিরউদ্দিন মাহমূদ চেরাগে দেহলভী (রহঃ)-এর অভিমত

হযরত শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ) আখবারুল আখইয়ার গ্রন্থের ১৭৯ পৃষ্টায় "খাইরুল মাজালিস" গ্রন্থের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বাদ্যযন্ত্র সহ ছামা হারাম হওয়া সম্পর্কে হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়ার খলিফা হযরত নাসির উদ্দীন মাহমুদ চেরাগে দেহলী (রহঃ)-এর অভিমত এভাবে উল্লেখ করেছেনঃ

خير المجالس ميں هے كه ايك شخص نے شيخ نصير الدين محمود چراغ دهلوي رحمة الله عليه سے آكر پوچها كه يه كهاں جائز ہے كه محفل سماع ميں دف- بانسري- ستار- باجے وغيره بجائے جاءيں اور صوفى ناچين اور رقص كرين؟ آپ نے جواب ديا كه باجے وغيره تو بالاتفاق اور بالا جماع ناجائز وگناهيں اگر كوي طريقت سے نكل جاناچا هے تو شريعت ميں رهنا ضروری هے اور اگر شريعت سے بهى نكل جانا چاهے تو پهر كهاں جاءيگا ؟ اولا تو سماع ہى زير بحث هے اور علماءكا اسميں اختلاف هے- اگر چند شرائط كے ساته جائز بهى كر ليا جاءے تب بهى ہر قسم كے باجے وغيره بالاتفاق ناجائز و حرام ہيں- (اخبار الا خيار اردو صفح ١٨٩)

অর্থাৎ-নিযামুদ্দিন আউলিয়ার মুরিদ হামিদ কলন্দর রচিত "খাইরুল মাজালিস" গ্রন্থে (৭৫৬হিঃ) উল্লেখ আছে- এক ব্যক্তি হযরত নাসিরুদ্দিন মাহমুদ চেরাগে দেহলভী (রহঃ)-এর খেদমতে এসে ঝাঁঝালো স্বরে জিজ্ঞেস করলেন- "ছামা মাহফিলে দফ, বাঁশী, সেতারা, বাদ্য- ইত্যাদি বাজানো এবং সুফীদের নাচ ও লম্পঝম্প করা" শরিয়তের কোথায় জায়েয আছে? হযরত চেরাগে দেহলভী (রহঃ) জওয়াবে বললেন- গানবাদ্য তো ইজমা ও ঐক্যমতেই নাজায়েয এবং গুনাহ্। যদি কেউ তরিকত থেকে বের হয়ে যেতে চায়, তাহলে শরিয়তের বন্ধনে থাকা অবশ্য কর্তব্য এবং শরিয়ত থেকেও যদি বের হয়ে যেতে চায়, তাহলে সে কোথায় যাবে? প্রথমতঃ যন্ত্রবিহীন ছামার ব্যাপারেই তো বিতর্ক রয়েছে এবং এব্যপারে উলামাগনের মধ্যেও মতভেদ রয়েছে। কিছু শর্ত সাপেক্ষে যন্ত্রবিহীন ছামাকে যদি জায়েযও ধরে নেয়া হয়, তাহলেও প্রত্যেক বাদ্যযন্ত্রই উলামাগণের ঐক্যমতে নাজায়েয ও হারাম" (আখবারুল আখইয়ার উর্দূ ১৭৯ পৃষ্টা)।

উল্লেখ্য যে, খাইরুল মাজালিস হচ্ছে চেরাগে দেহলভীর মলফুজাত বা বানী। লিখেছেন তাঁর পীর ভাই হামিদ কলন্দর (রহঃ)। পাঠকগণ! চিশতিয়া তরিকার উর্দ্ধতন স্তরের হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া ও তাঁর প্রধান খলিফা নাসিরুদ্দিন মাহমূদ চেরাগে দেহলভীর মতামত ছিয়ারুল আউলিয়া, খাইরুল মাজালিস ও আখবারুল আখইয়ার গ্রন্থত্রয়ের মাধ্যমে আপনারা জানতে পারলেন। এই তিনটি গ্রন্থ অতি প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য। নিযামউদ্দিন আউলিয়ার খাছ মুরিদ ছিলেন খাইরুল মাজালিছ -এর লেখক হামিদ কলন্দর । তিনি আপন পীরভাই নাসিরুদ্দীন মাহমূদ চেরাগে দেহলভী (রহঃ)-এর বাণী সমূহ খাইরুল মাজালিছে লিপিবদ্ধ করেছেন ৭৫৬ হিজরীতে। নিযামুদ্দীন আউলিয়ার ছিয়ারুল আউলিয়ার লেখক ছিলেন সৈয়দ মুহাম্মদ। তাঁরা উভয়েই ছিলেন শেখ আবদুল হক দেহলভীর পূর্বযুগের লোক। আখবারুল আখইয়ার লেখক শেখ আবদুল হক দেহলভীর মর্যাদা তো সবারই জানা বিষয়। ঐসব কিতাবে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করাকে হারাম বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের চিশতিয়া দরবারগুলো বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখবেন বলে আশা করি। দরবারগুলোতে বাদ্যযন্ত্র এবং নাচগানের আসরের বাহানা ধরে বাতিল ফির্কারা মানুষকে উত্তেজিত করে তুলছে দরবারগুলোর বিরুদ্ধে। তদুপরি- পবিত্র উরসে গানবাদ্য ও নাচগানের বিরুদ্ধে তারা মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। কেননা, বাদ্যযন্ত্র সমর্থক ফকির দরবেশরা শরিয়তি আলেমের মোকাবেলায় কোন সহীহ্ দলীল পেশ করতে পারছেনা। তাই দরবারসমূহে বাদ্যযন্ত্র পরিহার করে শুধু যন্ত্রহীন ছামা প্রচলন করা এখন সময়ের দাবী। নতুবা ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

-সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) -এর ফতোয়া পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন- সম্পাদক

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাদ্যযন্ত্রসহ ছামা সম্পর্কে আ'লা হযরতের ফতোয়া

-সুন্নী-গবেষণা কেন্দ্র

প্রশ্নঃ ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মোজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাতের খেদমতে আরয-আমার এক বন্ধুর অনুরোধে আমি এক উরছ মাহফিলে গিয়ে দেখি- বহু লোক তথায় উপস্থিত এবং কাওয়ালীর আসর এভাবে জমে উঠেছে- "একটি ঢোল ও দুটি সারিন্দা বাজিয়ে কয়েকজন কাওয়াল পীরানে পীর দস্তগীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) -এর শানে শে'র আশআর, রাসুলে পাক (দঃ)-এর শানে নাতে রাসুল এবং আউলিয়ায়ে কেরামের শানে মুর্শিদী গাইছেন এবং তালে তালে ঢোল ও সারিন্দা বাজানো হচ্ছে। এই বাদ্য-যন্ত্র তো শরীয়তে অকাট্যভাবে হাঁরাম।

<u>এখন প্রশ্ন হলো- কাওয়ালদের এরূপ বাদ্যযন্ত্রের গানে কি আল্লাহর রাসুল এবং আউলিয়ায়ে কেরাম সন্তুষ্ট হন? মাহফিলে উপস্থিত গান-বাজনা শ্রবনকারীগণ কি এতে গুনাহ্‌গার হবেন? বাদ্যযন্ত্র সহ এরূপ কাওয়ালী কি জায়েয- নাকি নাজায়েয?</u> যদি জায়েয হয়, তাহলে কি প্রকারে জায়েয হবে? ২৯ শে রবিউল আখের ১৩১০ হিজরী।

আ'লা হযরতের জওয়াবঃ এরূপ কাওয়ালী হারাম। উপস্থিত শ্রোতিমন্ডলী গুনাহগার এবং শ্রোতি মন্ডলীর সমপরিমাণ গুনাহ কাওয়ালদের উপরও বর্তাবে। আর কাওয়ালদের সমপরিমান গুনাহের বোঝা মাহফিল অনুষ্ঠানকারীদের উপরও বর্তাবে- কিন্তু কাওয়ালদের গুনাহ্‌ এতে লাঘব হবেনা। অনুরূপভাবে- শ্রোতিমন্ডলীর গুনাহ্‌ও লাঘব হবেনা। এর কারণ হচ্ছে এই যে, প্রথমে বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে কাওয়ালীর আয়োজন করেছে মাহফিল আহবানকারীগণ। কাওয়ালগণ বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে কাওয়ালী পরিবেশন করে গুনাহকে শ্রোতিমন্ডলীর কাছে সম্প্রসারিত করেছে। আয়োজনকারীরা যদি আয়োজন না করতো এবং কাওয়ালরা যদি বাদ্যযন্ত্র সহ কাওয়ালী পরিবেশন না করতো- তাহলে উপস্থিত শ্রোতারা এরূপ গুনাহর কাজে লিপ্ত হতোনা। কাজেই শ্রোতাদের সমপরিমান গুনাহ আয়োজনকারী ও পরিবেশনকারী- উভয়ের উপরই বর্তাবে। অনুরূপভাবে কাওয়ালকে ডেকে এনে আয়োজনকারীরা কাওয়ালদেরকে গুনাহর কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। সুতরাং তারা কাওয়ালদের সমপরিমাণ গুনাহের অংশীদার হবে- এরূপ পদ্ধতিতে উরছ আয়োজনকারীগণও গুনাহগার হবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهٗ لَايَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا- وَ مَنْ دَعَا اِلٰى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهٗ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا- رَوَاهُ الْاَئِمَّةُ اَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالْاَرْبَعَةُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ-

"যে ব্যক্তি/ব্যক্তিরা হেদায়াতের কাজে লোকদেরকে আহবান করবে-ঐ কাজের আমলকারীদের সমপরিমান সাওয়াব আহবানকারীকে প্রদান করা হবে- কিন্তু এতে আমলকারীদের সওয়াব বিন্দুমাত্রও কমবেনা। আর যে ব্যক্তি/ব্যক্তিরা গোমরাহীর দিকে আহবান করবে- ঐ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের সমপরিমান গুনাহ তাদেরকে দেয়া হবে- কিন্তু আমলকারীদের গুনাহ্‌ এতে বিন্দুমাত্রও কমবেনা"। (মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিজি, আবুদাউদ, ইবনে মাজা ও ইমাম আহমদ কর্তৃক হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) সুত্রে বর্ণিত হাদীস)।

হাদীস শরীফের দলিলঃ বাদ্যযন্ত্র যে হারাম- এই মর্মে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে সিহাহ্‌ সিত্তার অন্যতম বোখারী শরীফে সাইয়েদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেনঃ

لَيَكُوْنَنَّ فِىْ اُمَّتِىْ اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَّ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ- هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ جَلِيْلٌ مُتَّصِلٌ وَقَدْ اَخْرَجَهٗ اَيْضًا اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْاِسْمٰعِيْلُ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ بِاَسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ

لَا مَطْعَنَ فِيْهَا وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ اٰخَرُوْنَ مِنَ الْاَئِمَّةِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ قَالَهُ الْاِمَامُ اِبْنُ حَجَرٍ فِيْ كَفِّ الرُّعَاعِ -

অনুবাদঃ "নিশ্চয়ই আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক হবে- যারা পরনারীদের লজ্জাস্থানকে হালাল মনে করবে, অর্থাৎ যিনা ব্যাপক হবে এবং রেশমী কাপড়, মদ, শরাব ও বাদ্যযন্ত্রকে তারা হালাল মনে করবে" (বোখারী শরীফ)।

বিশ্লেষণ ঃ উক্ত হাদীসখানা হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা অনুযায়ী সহীহ মুত্তাসিল ও উচ্চস্তরের হাদীস। ইমাম বোখারী (রহঃ) ছাড়াও অত্র হাদীস শরীফখানা সহীহ্ সনদের মাধ্যমে ইমাম আহমদ, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম ইবনে মাজা, ইমাম ইসমাঈলী ও ইমাম আবু নোয়াঈম বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে কেউ কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি খুঁজে পাননি। অন্য এক জামায়াত মোহাদ্দেসীনও উক্ত হাদীসকে সহীহ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন-অনেক হাফেযুল হাদীস- বিশেষ করে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর 'কাশফুর রোয়া' নামক গ্রন্থে উক্ত হাদীসকে সহীহ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন (হাদীসের বর্ণনা শেষ হলো।)

আ'লা হযরত বলেন- কোন কোন জাহেল, মূর্খ, শরাবখোর অথবা প্রবৃত্তির পূজারী নিমমোল্লা আলেম অথবা মিথ্যা ও ভন্ড সুফীরা সহীহ, মারফু ও মোহকাম হাদীসসমূহের বিপরীতে কিছু কিছু দুর্বল কিসসা কাহিনী কিংবা মোতাশাবিহ বা অস্পষ্ট ঘটনাবলী বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের বৈধতা প্রমাণের জন্য পেশ করে থাকে। সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় ঐসব দূর্বল ঘটনা, সুনির্দিষ্ট বিষয়ের বিপরীতে দ্ব্যর্থবোধক ঘটনা, মোহকাম বা স্পষ্ট বিধানের বিপরীতে মোতাশাবিহি বা অস্পষ্ট ঘটনা দলীল হিসাবে যে অবশ্যই পরিত্যাজ্য'-এ বিষয়ে তারা একেবারেই অজ্ঞ অথবা ইচ্ছাকৃতভাবেই অজ্ঞতার ভান করছে। তদুপরি- কোথায় স্পষ্ট হাদীস- আর কোথায় অস্পষ্ট কাহিনী ও কার্যকলাপ? কোথায় নিষিদ্ধ এবং কোথায় সিদ্ধ- তারা বাছ বিচার না করেই সবগুলোকে আমল করা ওয়াজিব বলে মনে করে এবং হারামকেই তারা প্রাধান্য দেয়। প্রবৃত্তিপূজার চিকিৎসা কিভাবে করা যায়? আফসোস! তারা অন্ততঃ গুনাহকে গুনাহ বলে স্বীকার করে যদি ঐ কাজটি করতো- তাহলেও হতো! তাদের লম্পঝম্প আরও মারাত্মক। কথায় বলে- নিজে প্রবৃত্তির দাসত্ব করে অন্যের কাঁধে সব দোষ চাপিয়ে দেয়া। তারা হারামকে নিজেদের জন্য হালাল মনে করে। এখানেই শেষ নয়- এই জাহেল মূর্খরা উক্ত বাদ্যযন্ত্রের দোষ চাপিয়ে দেয় আল্লাহর প্রিয়জনদের উপরে এবং সম্মানিত চিশতিয়া তরিকার ইমাম ও আকাবেরীনগণের উপরে। এসব জাহেলরা না খোদাকে ভয় করে- না বান্দার কাছে লজ্জিত হয়।

চিশতিয়া তরিকার ইমামগণের দলীলঃ

(১) স্বয়ং মাহবুবে এলাহী সাইয়েদী ও মাওলায়ী হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া রাদিআল্লাহু আনহু নিজ অমরগ্রন্থ "ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ" শরীফের মধ্যে এরশাদ করেন-

مَزَا مِيْر حَرَام اَسْتْ-

অর্থাৎ- "মাযামির হারামাস্ত" বাদ্যযন্ত্রসমূহ হারাম।

(২) হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া মাহবুবে এলাহী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাগরিদ ও খলিফা হযরত মাওলানা ফখরুদ্দীন যারাদী (রহঃ) আপন মুর্শিদের নির্দেশে তাঁরই বর্তমানে ছামা বিষয়ক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের নাম "কাশফুল কানা আন উসুলিছ ছামা"। ঐ গ্রন্থে হযরত ফখরুদ্দনি যারাদী পরিষ্কার আরবী ভাষায় বলেছেন-

اَمَّا سَمَاعُ مَشَائِخِنَا رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ فَبَرِئٌ مِّنْ هٰذِهِ التُّهْمَةِ وَهُوَ مُجَرَّدُ صَوْتِ الْقَوَّالِ مَعَ الْاَشْعَارِ الْمُشْعِرَةِ مِنْ كَمَالِ صَنْعَتِهٖ تَعَالٰى

অর্থাৎ- "আমাদের তরিক্বার মাশায়েখগণের (রঃ) 'ছামা' হলো বাদ্যযন্ত্রের অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁদের 'ছামা' ছিল-শুধু গায়ক ও কাওয়ালগণের গলার সুর এবং এমন সব শে'র আশ্আর-যেগুলো আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যের নিগুঢ় সংবাদ বাহী"-(কাশফুল কানা')।

আ'লা হযরত বলেন- এবার ইনসাফ করুন! চিশতিয়া খান্দানের উচ্চ মর্যাদাশীল উক্ত ইমাম ফখরুদ্দীন যারাদীর ঘোষণা গ্রহণযোগ্য হবে- নাকি বর্তমান যুগের অঘটনঘটি পটিয়সীদের ভিত্তিহীন অপবাদ? পীরানে চিশ্তিয়া সম্পর্কে তাদের এই অপবাদ প্রকাশ্য ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৩) হযরত ফরিদউদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিশিষ্ট মুরীদ এবং হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ)-এর খলিফা সৈয়দ মুহাম্মদ ইবনে মুবারক ইবনে মুহাম্মদ আলভী কিরমানী (রহঃ) 'সিয়ারুল আউলিয়া' নামক গ্রন্থে ফারসী ভাষায় লিখেন-

pdf By Syed Mostafa Sakib

حضرت شلطان المشائخ قدس الله سره العزیز می فرمود که چند این چیزمی باید تا سماع مباح می شود -مسمع و مستمع ومسموع وآلهء سماع- مسمع یعنی گوئنده مرد تمام باشد کودك نباشد وعورت نباشد- مستمع آنکه من شنود از یاد حق خالی نباشد- ومسموع آنچه بگویند فحش ومسخرگی نباشد- وآلهء سماع مزامیر ست چوں چنگ و رباب ومثل آں می باید که درمیان نباشد ایں چنیں سماع حلالست-

অনুবাদঃ "সুলতানুল আউলিয়া হযরত নিযামুদ্দীন কাদ্দাছাল্লাহু ছিররাহুল আযীয এরশাদ করেছেন- কিছু শর্ত সাপেক্ষে ছামা মোবাহ্। তন্মধ্যে কিছু শর্ত হচ্ছে গায়কের ক্ষেত্রে, কিছু শর্ত শ্রোতার ক্ষেত্রে, কিছু শর্ত কালামের ক্ষেত্রে এবং কিছু শর্ত বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে। গায়কের বেলায় শর্ত হচ্ছে- সে নিজে কামেল পুরুষ হবে- ছোট কিশোর বা মহিলা হতে পারবেনা। আর শ্রোতার বেলায় শর্ত হচ্ছে- সে খোদার স্মরণ ও ইবাদত থেকে গাফেল থাকতে পারবেনা। কালাম বা গান-গজল ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে-তা অশ্লীল হবেনা এবং হাসি ঠাট্টার ভঙ্গিতেও হতে পারবেনা। আর বাদ্যযন্ত্রের বেলায় শর্ত হচ্ছে- সারিন্দা, রুবাব-ইত্যাদি কোন মাযামির বা বাদ্যযন্ত্রই বাজানো যাবেনা। উপরোক্ত চারটি শর্তেই কেবল ছামা ও কাওয়ালী হালাল"- (সিয়ারুল আউলিয়া)।

-মুসলমান ভাই ও বোনেরা! এই গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়াটি হচ্ছে- চিশতিয়া তরিক্বার সর্দার হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া রাদিয়াল্লাহু আন্হু-র। এরপরও অলীগণের নামে বাদ্যযন্ত্রের অপবাদ আরোপকারীদের মুখ দেখানোর কি কোন সুযোগ আছে?

(৪) সিয়ারুল আউলিয়া গ্রন্থেরই অন্যত্র ফারসী ভাষায় উল্লেখ আছেঃ

یکے بخدمت حضرت سلطان المشائخ عرض داشت که دریں روزها بعضے از درویشاں آستانه دار در مجمع که چنگ و رباب و مزامیر بود رقص کردند. فرمود نیکونه کرده اند- آنچه نا مشروع ست نا پسندیده است- بعد ازاں یکے گفت چوں ایں طائفه ازاں مقام بیروں آمدند بایشاں گفتند که شما چه کردید دراں جمع مزامیر بود سماع چگونه شنیدید و رقص کردید-ایشاں جواب دارند که ما چناں مستغرق سماع بود یم ندانیستیم که اینجا مزامیرا ست یا نه- حضرت سلطان المشائخ فرمود این جواب هم چیزے نیست-این سخن در همه معصیتها باید-

অনুবাদঃ "কোন এক ব্যক্তি হযরত সুলতানুল মাশায়েখ (নিযামুদ্দীন আউলিয়া)- এর খেদমতে আরয করলেন- আজকাল কোন কোন আস্তানাবাসী দরবেশ এমন সব মজলিসে গিয়ে রোকস্ করে থাকেন- (আল্লাহর প্রেমে বিভোর হয়ে নাচানাচি করেন) -যেখানে সিঙ্গা ও রুবাব জাতীয় অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহার করা হয়।" হযরত সুলতানুল আউলিয়া উত্তরে বললেন- "কাজটি তারা ভাল করেন নি। শরিয়তে যে জিনিস নাজায়েয- তা অবশ্যই নিন্দনীয়।" এরপর অন্য একব্যক্তি বললেন-উক্ত দরবেশগণ ঐ মজলিস ত্যাগ করার পর লোকেরা তাঁদেরকে প্রশ্ন করেছিল-আপনারা এটা কেমন কাজ করলেন? ওখানে তো বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়েছে? আপনারা এধরণের ছামা কি করে শুনতে পারলেন এবং কি করেই বা প্রভুপ্রেমে মত্ত হয়ে নাচলেন? দরবেশগণ উত্তরে বললেন- "আমরা ছামার মধ্যে এমনভাবে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম যে, ওখানে যে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে- তা আমরা টের-ই করতে পারিনি।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত সুলতানুল মাশায়েখ (নিযামুদ্দীন আউলিয়া) মন্তব্য করলেন- "তাদের এই জওয়াব অর্থহীন। এমন কৈফিয়ত তো প্রত্যেক গুনাহের বেলায়ই দেয়া যায়"- (সিয়ারুল আউলিয়া)।

আ'লা হযরত বলেন-

-মুসলমান ভাইয়েরা! হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার (রাঃ) কত পরিষ্কার কথা- "বাদ্যযন্ত্র হারাম"! দরবেশগণের উপরোক্ত ওজর- আপত্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব- "তোমাদের মত মদ্যপায়ীরাও তো বলতে পারে- আমরা মদপানে এমন মত্ত ছিলাম যে, উহা শরাব- না পানি- তা টেরই করতে পারিনি। জেনাকারীও তো একথা বলতে পারে যে, উত্তেজনার কারণে আমি এতই মত্ত ছিলাম যে, তিনি আমার বিবি- নাকি অন্য কোন মহিলা- তার খবরই ছিলনা।"

(৫) সিয়ারুল আউলিয়ার অন্যত্র বর্ণিত আছে-

حضرت سلطان المشائخ فرمود من منع کرده ام که مزامیر ومحرمات درمیان نباشد- و درین باب بسیار غلو کرد-تا بحد یکه گفت اگر امام را سهو افتد مرد تسبیح اعلام کند وزن سبحان اللّٰه نگوید زیرا که نشاید آواز آں شنودن- پس پشت دست در کف دست زند وکف دست بر کف دست نزند که آن بلهو می ماند تا ایں غایت از ملاهی وامثال آں پر هیز آمده است- پس در سماع بطریق اولی که ازین یابت نباشد یعنی در منع دستك چندیں احتیاط آمده است- پُس در سماع مزامیر بطریق اولی منع است اه باختصار-

অনুবাদঃ "হযরত সুলতানুল মাশায়েখ (নিযামুদ্দীন আউলিয়া) এরশাদ করেন-" আমি নিষেধ করে রেখেছি- যেন আমার কাছে কোন বাদ্যযন্ত্র আনা না হয়।" তিনি নামাযরত মোক্তাদী মহিলাদের বেলায় একথাও বলেছেন যে, "নামাযের মধ্যে যদি ইমাম ভুল করে- তবে পুরুষ লোকেরা সুবহানাল্লাহ বলে ইমামকে সংশোধন করে দেবে। কিন্তু মেয়েলোক মুছল্লী থাকলে তারা সুবহান্নালাহ বলে আওয়াজ করতে পারবেনা- কেননা, পরপুরুষকে নিজের আওয়াজ শুনানো নিষেধ। এমনকি- এক হাতের তালু অন্য হাতের তালুতে মেরে আওয়াজও দিতে পারবেনা। কেননা, এটা খেলা ও তামাশার মধ্যে গন্য হবে। বরং- এক হাতের পিঠ দিয়ে অন্য হাতের তালুতে আওয়াজ দিতে হবে। এভাবেই কেবল সে ইমামকে সংশোধন করতে পারবে।" দেখ! হাতের তালু দিয়ে তালুতে মারাকে যেখানে খেলতামাশা বলা হয়েছে- সেখানে বাদ্যযন্ত্র তো এমনিতেই নিষিদ্ধ হওয়ার কথা।" (সিয়ারুল আউলিয়ার এবারত সমাপ্ত)

আ'লা হযরত বলেন- "হে মুসলমান ভাইয়েরা! যেখানে হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রাঃ) এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতেন- সেখানে উনার শানে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের মিথ্যা অপবাদ দেয়া কতটুকু সঙ্গত? আল্লাহ তা'য়ালা শয়তানের পায়রবী করা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং আল্লাহর ঐসব প্রিয় বন্ধুদের অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। বাদ্যযন্ত্র বিষয়ে আলোচনা অনেক দীর্ঘ। কিন্তু ইনসাফ পছন্দ লোকদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

গুনাহগার বান্দা

(ইমাম আহমদ রেযা)-

আহকামে শরিয়ত হতে।

বিঃ দ্রঃ যারা সুন্নী এবং আ'লা হযরতের অনুসারী হওয়ার দাবী করেন, তাদের অন্ততঃ উচিৎ- আ'লা হযরতের ফতোয়া মানা।

বাদ্যযন্ত্রবিহীন শুধু সম্মিলিত কণ্ঠের কাওয়ালী, গজল বা ছামা চিশতিয়া তরিকার ইমামগণের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল। বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা বা হাততালি দেয়া তাঁদের মতে সম্পূর্ণ হারাম। সুতরাং, বাংলাদেশের সুন্নী দরবার সমূহের সংশোধন হওয়া দরকার। নতুবা শত্রুরা আমাদেরকে ঘায়েল করবে। আমরা কোন জবাবই তখন দিতে পারবনা। হেদায়াতের নিয়তে পূনঃ মুদ্রন।

-সুন্নী-গবেষণা কেন্দ্র

pdf By Syed Mostafa Sakib

সফর চাঁদের শেষ বুধবারঃ আখেরী চাহার শোম্বা

-সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র

পট ভূমিকাঃ নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জীবনের শেষ তিনমাস গুরুত্বপূর্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ন। পবিত্র বিদায়ী হজ্জের দিন অর্থ্যাৎ- ১০ম হিজরীর ৯ই জিলহজ্ব তারিখে আরাফাতের দিনে হুযুরের মহা প্রস্থানের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায় "আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বিনাকুম" আয়াত নাযিলের মধ্য দিয়ে। সেদিন হযরত আবু বকর (রাঃ) উক্ত আয়াত শুনে কেঁদে জার জার হয়েছিলেন-অথচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে আয়াতটি ছিলো খুশির ও আনন্দের। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) -এর অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিলো তাঁর অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত। উক্ত আয়াতে দ্বীনের পরিপূর্ণতা, খোদায়ী নেয়ামতের পরিসমাপ্তি ও দ্বীন ইসলামের উপর খোদায়ী রেযামন্দীর ঘোষণায় হযরত আবু বকর (রাঃ) বুঝে ফেলেছিলেন যে- পরিপূর্ণতা, পরিসমাপ্তি ও রেযামন্দি ঘোষণার পর করণীয় আর কিছুই থাকে না। শুধু বিদায়ের প্রতীক্ষাই একমাত্র সম্বল। তাই অন্যান্য সাহাবীগন বাহ্যিক দিক বিবেচনা করে সেদিন আনন্দ করলেও হযরত আবু বকর (রাঃ) -এর উপলব্ধি শুনে তাঁদের মধ্যে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন বলেছিলেন- "হয়তো এই হজ্বই আমার জীবনের প্রথম ও শেষ হজ্ব"।

এরপর মীনাতে এসেও আর একটু পরিষ্কার করে বলেছিলেন- আল্লাহ তার এক প্রিয় বান্দাকে দুনিয়া ও আখিরাত -এর মধ্যে একটি বেছে নেয়ার ইখ্তিয়ার দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সেই প্রিয়বান্দা আখেরাতকেই গ্রহণ করেছেন। সাহাবীগনের মধ্যে সেদিন শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম হজ্ব শেষে মীনাতে কোরবানী শেষে মাথা মুন্ডন করে চুল মোবারক সাহাবীগনের মধ্যে তাবারুক হিসাবে বন্টন করে দেন। এটাও ছিল বিদায়ের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। ঐ চুল মোবারকেরই কিছু কিছু অংশ বংশপরম্পরায় সুরক্ষিত হয়ে আজও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান আছে। তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ও কাশ্মীরের হযরতবাল মসজিদে সেই পবিত্র কেশ মোবারক হেফাজতে রয়েছে এবং নবী প্রেমিকদের যিয়ারতগাহে পরিণত হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধির সময় হযরতবাল মসজিদ ভারতীয় সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। সারা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ব্যাপী তখন প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল।

হজ্বের পর পবিত্র মক্কাভূমি ত্যাগ করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনা শরীফের দিকে রওয়ানা দেন। পথিমধ্যে "খুম" নামক স্থানে এক কুয়ার কাছে ১৮ই জিলহজ্ব তিনি যাত্রা বিরতি করেন। সেখানেই আহ্লে বাইত সর্ম্পকে এবং বিশেষ করে হযরত আলী (রাঃ) সর্ম্পকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণকে "গদীরে খুম" -এর ভাষণ বলা হয়। তিনি হযরত আলী (রাঃ) কে "মাওলা" খেতাবে ভূষিত করেন। আহ্লে বাইতের শান-মান ও মহব্বতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে সে সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে-ভাষণ দেন- ঐ তারিখটি ছিল ১৮ই জিলহজ্ব। শিয়াদের নিকট এই দিনটি হচ্ছে ঈদের দিন। তারা প্রতি বৎসর এই দিনে "ঈদে গদীরে খুম" পালন করে থাকে। তাদের মতে ঐদিন নাকি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছেন। পরবর্তীকালে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) প্রমূখ সাহাবায়ে কেরাম নাকি ষড়যন্ত্র করে হযরত আলী (কঃ) কে বাদ দিয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) কে খলিফা নির্বাচিত করে কাফেরে পরিণত হয়ে গেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। এটাই শিয়া ও তাদের অনুসারীদের আক্বিদা।

কিন্তু এটা তারা অন্যদের কাছে গোপন রাখে। সময় সুযোগ পেলে আকারে ইঙ্গিতে বলে ফেলে। এটাকে তারা তুকিয়া বা বিমূখতা বলে প্রথম তিন খলিফাকে অস্বীকার করে। হুযুরের এসব অছিয়ত ও নাছিহতকে শেষ বিদায়ের ইঙ্গিত বলে সাহাবায়ে কেরাম ধরে নেন।

মুহররমের ১লা তারিখ ১১ হিজরী মদিনা শরীফে পৌছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল পরপারের আলোচনাই বেশী করতেন এবং আকারে ইঙ্গিতে নিজের বিদায়ের কথা বলতেন। জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে তিনি সাহাবায়ে কেরামের মাযার যিয়ারত করতেন এবং প্রচুর

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাঁদতেন- আর বলতেন-অচিরেই আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো। এভাবে সফর মাসের অর্ধেক চলে যায়। সফরের ১৭/১৮কিংবা ২২ তারিখে হঠাৎ করে হুযুরের অসুখ আরম্ভ হয়। (বেদায়া নেহায়া ও নূর-নবী দেখুন)।

ঐদিন তিনি যিয়ারতের সাথী হযরত আবু মোহাইহাবা (রাঃ) কে বললেন- "আমাকে দুনিয়ার যাবতীয় ধনভান্ডারের চাবি প্রদান করা হয়েছে এবং আমার ইচ্ছামত দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার- অথবা খোদার সান্নিধ্যে এখনই গমন করার এখতেয়ার দেয়া হয়েছে। আবু মোহাইহাবা (রাঃ) আরয করলেন- "ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার সুযোগটি প্রথমে গ্রহণ করুন- এরপর খোদার সান্নিধ্যে গমন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- না, বরং আল্লাহর সান্নিধ্যে যাওয়ার বিষয়টিই আমি গ্রহণ করে নিয়েছি"। এভাবে তিনি বিদায়ের পরিষ্কার ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন। একেই ইলমে গায়েব বলে।

যিয়ারত শেষে হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) -এর ঘরে তাশরীফ নিয়ে আসতেই দেখলেন- হযরত আয়েশা (রাঃ) "মাথা গেল, মাথা গেল" বলে ব্যথায় চিৎকার করছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রহস্য করে সত্য কথা বলে ফেললেন- "না, আয়েশা! তোমার মাথা নয়- বরং আমার মাথা গেল"।

একথা বলার সাথে সাথেই হযরত আয়েশা (রাঃ) -এর মাথা ব্যথা সেরে গেল। কিন্তু ব্যথা শুরু হলো নবীজীর মাথা মোবারকে। এ যেন স্বেচ্ছায় অন্যের অসুখ টেনে নিজের মধ্যে নিয়ে আসা। তরিকতের ভাষায় অন্যের বিপদ নিজের মধ্যে আনাকে "ছালব " বলা হয়। আল্লাহর অলীগণ অন্যের বিপদ নিজের মধ্যে টেনে এনে তাকে মুক্ত করে দিতে পারেন। এভাবেই হুযুর -এর প্রত্যক্ষ অসুখ শুরু হয়। মাঝে সামান্যসময় বিরতি দিয়ে পুণরায় আরম্ভ হয় এবং ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার ইন্তিকালের উছিলা হয়ে দাঁড়ায়। এই অসুখ বিরতির দিনটিই আখেরী চাহার শোম্বা -বা সফরের শেষ বুধবার।

আখেরী চাহারশোম্বা ঃ
সকালে রোগ বিরতি ও গোসল

সফর মাসের শেষ বুধবার ৩০শে সফর। সকাল বেলা হঠাৎ করে জ্বরের বিরতি হলো। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ) কে ডেকে বললেন- আয়েশা! আমার জ্বর কমে গেছে। আমাকে গোসল করিয়ে দাও। সেমতে হুযুরকে গোসল করানো হলো। তিনি সুস্থবোধ করলেন। এটাই ছিল হুযুরের দুনিয়ার শেষ গোসল। এই গোসল ছিল রোগমুক্তির গোসল। তাই প্রতি বৎসর মোমিনগণ শেফার নিয়তে এই দিন গোসল করে দু'রাকআত নফল নামায পড়ে হুযুরের খেদমতে হাদিয়া পেশ করে থাকেন। আল্লামা নবভী (রহঃ) "আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ" গ্রন্থে এদিনের গোসলকে মোস্তাহাব বলে উল্লেখ করেছেন। "ফাযায়েলে শুহুর ওয়াস সিয়াম" গ্রন্থে চিনির বরতনে বা কলাপাতায় আয়াতে শিফা ও সাত ছালামের আয়াত লিখে খাওয়ালে অর্শ্বরোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়- বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ওহাবীরা এই প্রথাকে বিদ'আত বলে।

গোসল করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবি ফাতেমা ও নাতীদ্বয়কে ডেকে এনে সকলকে নিয়ে সকালের নাস্তা করেন। হযরত বেলাল (রাঃ) এবং সুফফাবাসী সাহাবীগণ এ সংবাদ বিদ্যুতের গতিতে মদিনার ঘরে ঘরে পৌছিয়ে দেন। স্রোতের মত সাহাবীরা হুযুরের দর্শনের জন্য ভিড় জমাতে থাকেন। মদিনার অলিতে গলিতে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। ঘরে ঘরে শুরু হল সদ্কা, খয়রাত, দান সাখাওয়াত ও শুকরিয়া জ্ঞাপন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) খুশিতে পাঁচ হাজার দিরহাম ফকির মিসকিনদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) দান করলেন সাত হাজার দিরহাম। হযরত ওসমান (রাঃ) দান করলেন দশ হাজার দিরহাম এবং হযরত আলী (রাঃ) দান করলেন তিন হাজার দিরহাম। মদিনার ধনাঢ্য মুহাজির সাহাবী হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) খুশীতে আল্লাহর রাস্তায় একশত উট দান করে দিলেন। (সুব্হানাল্লাহ!)।

হুযুরের একটু আরামের বিনিময়ে সাহাবীগণ কিভাবে নিজের জান ও মাল লুটিয়ে দিয়েছিলেন- এ ঘটনাই তাঁর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে নবীজীর জন্যে জান-মাল কোরবান করলে আল্লাহ নিজে তাঁর খরিদ্দার হয়ে যান এবং এই মহব্বতের বিনিময়ে জান্নাত দান করেন। (সুরা তৌবা ১১১নং আয়াতের শানে নুযুল- যযবুল কুলুব কৃত শেখ আবদুল হক দেহলভী- তে দেখুন।)

pdf By Syed Mostafa Sakib

"মউদূদী জমায়াতের স্বরূপ" (১৯৬৬ইং)

মাওলানা আজিজুর রহমান নেছারাবাদী, শর্ষিনা।

سے بدرجها مختلف هیں مگر اسلام کي حقیقت اور روح سے نا واقف هو نے میں سب یکسان هیں- (تفهیمات جلد اول)

অর্থাৎ-- অশিক্ষিত জনসাধারণ, পাগড়িধারী ওলামা, খেরকা পরিহিত পীর মাশায়েখ এবং কলেজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষাপ্রাপ্ত- এই সকলের চিন্তাধারা ও কর্ম্ম পদ্ধতি পরস্পর বিরোধী হইলেও ইছলামের হাকীকত এবং রূহ সম্বন্ধে তাহারা সকলেই সমভাবে অজ্ঞ"। (তাফহীমাৎ প্রথম জেলদ)

৫। জনাব মওদূদী ছাহেব আরও বলেন-

سیاسي لیڈر هوں یا علمائے دین و مفتیان شرع متین- دونوں قسم کے رهنما اپنے نظریه اور اپني پالیسی کے لحاظ سے یکسان گم کرده راه هیں- دونون راه حق سے هٹ کر تاریکیون میں بهٹك رهے هین-

(سیاسي کشمش جلد سوم)

অর্থাৎ- "রাজনৈতিক নেতা হউক- অথবা ওলামায়ে দ্বীন ও মূফতিয়ানে শরয়ে মতীন হউক- উভয় শ্রেণীর সমাজ পরিচালকগণই নিজেদের দৃষ্টিভংগী ও কর্ম্মনীতির দিক দিয়া একই রকম পথভ্রষ্ট। উভয় শ্রেণী হক রাস্তা হইতে বিচ্যুত গোমরাহির অন্ধকারে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এদিক ওদিক বিচরন করিতেছে"। (ছিয়াছী কাশমকাশ- ৩য় জেলদ)

(৮০ -এর পর)

৩। মওদূদী ছাহেব আরো লিখিয়াছেন-

مکر یه مسلمانون کی بد قسمتي هے که جو لوگ ان کا مقتدا بنے هوے هیں انمیں سے بعض تو حقیقتاً قواعد شرع سے نا واقف هیں اورصرف حمل اسفار (یعنی کتابین اڈهانے) کی حد تك علم رکهتے هیں اور بعض ذي علم تو هیں مکر خدا کے سامنے اپنی ذمه داري کا احساس نهیں رکهتے- (تفهیمات جلد ۲)

অর্থাৎ- "মুছলমানের দূর্ভাগ্য এই যে, যে সকল লোক তাহাদের নেতা সাজিয়া বসিয়া আছেন, তাহাদের কতক তো প্রকৃত প্রস্তাবে শরীয়তের মূলনীতি সম্বন্ধেই একেবারে অজ্ঞ। কেবলমাত্র কেতাবের বোঝা বহন করাই তাহাদের কাজ। অবশ্য কতক এলম ওয়ালা লোকও আছেন, কিন্তু খোদার সম্মুখে তাহাদের দায়িত্ব কি- উহার অনুভূতি তাহাদের নাই"। (তাফহীমাৎ দ্বিতীয় জেলদ)।

৪। মাওলানা মওদূদী ছাহেব আরও বলেন-

خواه وه ان پڑه عوام هوں یا دستار بند علماء یا خرقه پوش مشائخ یا کالجون اور یونیورسیڈیوں کے تعلیم یافته حضرات- ان سب کے خیالات اور طور طریقے ایك دوسرے

pdf By Syed Mostafa Sakib

গ) ছব মুশরিক হো গেয়ে-

মওদূদী জামায়াত যে কায়দায় গঠিত- উহাতে জামায়াতের কর্মীদের "ফানাফীল আমীর" হওয়াই স্বাভাবিক। এই জন্যই তো জামায়াতের ছোট বড় নেতাদের বক্তৃতায় ও লেখায় একই সুর- একই রঙ দৃষ্ট হয়।

আমি নীচে প্রাদেশিক আমীর জনাব মাওলানা আবদুর রহীম ছাহেবের কতিপয় এবারত উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকগণকে আমি তাহার এবারতগুলি খুব মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। আশা করি, পাঠকমাত্রই উহা পাঠ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, কেন্দ্রীয় আমীরের ন্যায় প্রাদেশিক আমীরের বয়ান দ্বারাও ইহাই প্রতীয়মান হয় যে <u>"দুনিয়া মে কুই মুছলমান নেহি হ্যায়, ছবকে ছব মুশরিক হো গেয়ে"</u>।

<u>মাওলানা আবদুর রহীম ছাহেব বলেন-</u>

১। "এখানে যে আয়াতগুলির উল্লেখ করা হইল, একটু গভীরভাবে সেগুলির অর্থ চিন্তা করিলে খুব সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, দুনিয়ার একদল মানুষ "এক আল্লাহকে" ইলাহ ও রব স্বীকার না করিয়া, নিজের নফছের খাহেশকে, মানুষকে, <u>পীর দরবেশ ও মাওলানাকে</u>, চন্দ্র-সূর্য্যকে এবং নিষ্প্রাণ দেবদেবীকে কিভাবে "খোদা" বা প্রভু বানাইয়া লইয়াছে, আর তাহাদের দাসত্ব, গোলামী, পূজা- উপাসনা ও হুকুম বরদারী করিতেছে।" (কালেমায়ে তাইয়্যেবা)।

পাঠকগণ! একটু চিন্তা করুন, যে সকল আয়াত শুধু কাফেরদের শানে নাজেল হইয়াছে, ঐগুলি উপরোক্ত বর্ণনায় কিভাবে মুশরিক ও মুছলিম নির্ব্বিশেষে সকলের উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে। ফলে পীর, দরবেশ ও আলেম ওলামার হুকুম বরদার সকল মুছলমানদিগকে চন্দ্র-সূর্য্য ও দেবদেবীর উপাসকদের কাতারে দাঁড় করান হইয়াছে।

২। তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন-

"যাহারা বলিয়া বেড়ায় যে, খোদার নৈকট্য লাভ করিতে হইলে অমুক দরবেশ বা অমুক পীর সাহেবের নিকট মুরীদ হইয়া ফায়েজ ও তাওয়াজ্জুহ হাছেল করিতে হইবে, নতুবা তাঁহার বদদোয়ায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে। অথবা যাহারা "শুধু কোরআন হাদীছ অনুযায়ী আমল করাই খোদার নৈকট্য লাভের জন্য যথেষ্ট নয়" বলিয়া প্রচার করে, তাহারা প্রকারান্তরে শেরকের প্রচার করে। <u>কারণ পীর ছাহেবান ও বোজর্গানে দ্বীনের রূহানী শক্তির নিকট কোন কিছুর আশা করা বা তাহাকে ভয় করা পরিষ্কার শেরক"</u>। (কালেমায়ে তাইয়্যেবা)

মাওলানা আবদুর রহীম ছাহেব উপরোক্ত এবারতে তাওয়াজ্জুহ, একতেছাবে ফায়েজ এবং এছতেমদাদে রূহানীকে কেবলমাত্র না-জায়েজই বলেন নাই- বরং উহাদিগকে শের্কের অন্তর্ভূক্ত করিয়াছেন। এই ব্যাপারে আহলে ছুন্নৎ অল- জামায়াতের আক্বীদা কি- তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি।

জনাব মাওলানা ছাহেব উপরোক্ত এবারতে তাকলীদে মজহাব ও এত্তেবায়ে ছলফে-ছালেহীনকেও প্রকারান্তরে শের্কের অন্তর্ভূক্ত করিয়াছেন।

<u>৩। তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন-</u>

"কালেমায়ে তাইয়্যেবার প্রতি যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিবে, তাহারা খালেছ ইছলামী হুকুমত ভিন্ন অন্য কোন রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিতে পারে না, আল্লাহ ছাড়া আর কাহারো প্রভূত্ব ও সার্বভৌমত্ব মোটেই সমর্থন করিতে পারে না; মানুষের গড়া কোন আইন তাহারা মানিতে পারে না, <u>মানুষের গড়া আইনের বিচার হয় যে আদালতে, সে আদালতের নিকট তাহারা কোন বিচারও চাহিতে পারে না এবং মানুষের গড়া কোন আইন লইয়া তাদের ওকালতিও করিতে পারে না। কারণ, ইহার প্রত্যেকটি কাজই</u>

pdf By Syed Mostafa Sakib

শের্ক। (কালেমায়ে তাইয়্যেবা)

মাওলানা আবদুর রহীম ছাহেব উপরোক্ত এবারতে যাহা বলিয়াছেন- তাহা এই-

ক) খালেছ ইছলামী হুকুমৎ ব্যতীত অন্য কোন রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করা শের্ক। (যেমন লন্ডনবাসী ও বাংলাদেশী মুসলমান -এম.এ. জলিল)।

পাঠকগণ। একটু চিন্তা করুন মাওলানা আবদুর রহীম ছাহেবের এই উক্তি যদি ছহীহ বলিয়া মানিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে বৃটিশ আমলে পাক ভারতে যত মুসলমান বসবাস করিয়াছেন, বর্ত্তমানে হিন্দুস্তানে যে সকল মুছলমান বসবাস করিতেছেন, বরং যেহেতু বর্ত্তমান যুগে দুনিয়ার কোন রাষ্ট্রে খালেছ ইছলামী হুকুম বর্তমান নাই; অতত্রব উহা দ্বারা দুনিয়ার সকল মুছলমানকে কি মোশরেক রূপে চিত্রিত করা হয় নাই? (বাংলাদেশও খালেছ ইসলামী রাষ্ট্র নয় -এম.এ. জলিল)।

(খ) মানুষের গড়া কোন আইন মানিয়া চলা শের্ক(?)

পাঠকগণ! একটু চিন্তা করুন- স্কুল-কলেজ, মাদ্রাছাহ-মক্তব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে, রাজনৈতিক, সামাজিক বিভিন্ন সমিতি কমিটি ও সংস্থা, নৌকা, স্টিমার, বাস, ট্রেন ইত্যাদি পরিচালনায় ও যাতায়াত প্রভৃতি অসংখ্য পার্থিব ও বৈষয়িক ব্যাপারে জাতি- ধর্ম- নির্ব্বিশেষে সকল মানুষকে কি মানুষের গড়া (সামাজিক) কোন আইন মানিয়া চলিতে হয় না? উত্তরে অবশ্যই বলিবেন, হ্যাঁ ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এমতাবস্থায় মাওলানার উপরোক্ত উক্তি বিশুদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইলে দুনিয়ার সকল মুছলমানকে কি মুশরিক বলিয়া অভিমত করা হয় না? (ইসলামে সামাজিক প্রথা ও সামাজিক বিচার গ্রহণযোগ্য যদি নিষেধাজ্ঞা না থাকে -এম.এ জলিল)।

(গ) মানুষের গড়া আইনের বিচার হয় যে আদালতে সে আদালতের নিকট যাহারা বিচার চাহে, তাহারা মুশরিক।

পাঠকগণ! একটু চিন্তা করুন, মাওলানার উপরোক্ত উক্তিটিকে বিশুদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়ার অর্থ এই দাড়ায় যে, বৃটিশ আমলের পাক-ভারতের যে কোন মুছলমান কোন আদালতে বিচার প্রার্থী হইয়াছেন তাহারা মুশরেক হইয়া গিয়াছেন। যেহেতু পাকিস্তানসহ দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রে মানুষের গড়া আইন চালু রহিয়াছে; এমতাবস্থায় ঐ সকল আদালতে যাহারা বিচার প্রার্থী হইতেছেন তাহারা মুশরিক। এমন কি-মওদূদী জামায়াতের বহু নেতৃবৃন্দও বিভিন্ন আদালতে বিচারপ্রার্থী হওয়ায় তাহার উক্তি অনুযায়ী তাহারাও মুশরেক হইয়া গিয়াছেন। বরং জামায়াতের যে সকল রফীক, মোত্তাফেক ও রোকনরা কোন আদালতে বিচারপ্রার্থী হন নাই তাহারাও এইজন্য মুশরিক হইয়া গিয়াছেন- যেহেতু- রেজা বিল কুফরে কুফরুন -বা -কুফরী মতবাদে রাজী থাকাও কুফরী।

৪। মাওলানা আবদুর রহীম ছাহেব উক্ত "কলেমায়ে তাইয়্যেবা পুস্তকে কুরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতের অপপ্রয়োগ করিয়া মাওলানা মওদূদী ছাহেবের উপযুক্ত খলীফার হক আদায় করিয়াছেন, কেননা, মওদূদী ছাহেব আহলে ছুন্নৎ অল জামায়াতের আক্বীদার খেলাফ করিতে কোন কোন ক্ষেত্রে অস্পষ্ট এবারৎ এস্তেমাল করিয়াছেন; কিন্তু মাওলানা আবদুর রহীম ছাহেব উহারই ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। মাওলানা আবদুর রহীম ছাহেব উক্ত কেতাবের বিভিন্ন স্থানে তাওয়াচ্ছুল, খাওয়ারেক ও কারামতকে অস্বীকার করিয়াছেন এবং পরোক্ষভাবে আম্বিয়া ও আওলিয়াদের শাফায়াতকেও এনকার করিয়াছেন এবং ইহার প্রত্যেকটিই শের্কের অন্তর্ভূক্ত করিয়াছেন। তিনি কোন কোন জায়গায় জেকের-আজকার, মোরাকাবা- এক কথায় তাছাওফ ও তরীকতের প্রতিও কটাক্ষ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সম্বন্ধে পরে আলোচনার আশা রাখি, বাকী খোদাওন্দ করিমের মর্জি।

(চলবে)

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাবলিগী জামায়াতের গোপন রহস্য

-মুফ্তী মোহাম্মদ গোলাম ছামদানী, মুর্শিদাবাদ, ভারত

(৭৮ -এর পর)

তাবলীগীরা ওহাবী মতবাদ প্রচার করছে

তাবলিগী জামায়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথমটি হল, ওলামায়ে দেওবন্দের কলঙ্ক মুছে ফেলা। দ্বিতীয়টি হল, সারা বিশ্বে ওহাবী মতবাদ প্রচার করা। যেমন উলামায়ে দেওবন্দ বদ আক্বীদার কারণে পাক ভারত উপমহাদেশে কলঙ্কিত হয়ে রয়েছেন, তেমনি ওহাবী সম্প্রদায় বদ আক্বীদার কারণে সারা পৃথিবীতে কলঙ্কিত হয়ে রয়েছে। এই কারণে না ওলামায়ে দেওবন্দের নামে সংগঠন করা সম্ভব হবে- না ওহাবীদের নামে সংগঠন করা সম্ভব হবে।

তাই মাওলানা ইলিয়াস সাহেব নতুন কৌশল অবলম্বনে তাবলিগী জামায়াতের কলেমা ও নামাযের আড়ালে ওহাবী মতবাদ প্রচার করে গিয়েছেন। আজও ঐ জামায়াত ওহাবী মতবাদ প্রচার করছে। আমলের দ্বারা যেভাবে মানুষকে কাছে আনা সম্ভব- সেভাবে আক্বীদার দ্বারা সম্ভব হয় না। যদি কোন মানুষ বদ আক্বীদাহ্ধারী হয় এবং তার বাহ্যিক আমল ভাল রাখে, তা হলে মানুষ সহজে তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। পরে বদ আক্বীদাহ্ প্রকাশ করলেও মানব সহজে তার নিকট হতে দূরে সরতে পারবে না। বাস্তবে এটা দেখাও যাচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ যারা ওহাবী মতবাদকে ঘৃণা করত, ওহাবী সম্প্রদায়কে গোমরাহ্ জানত- আজ তারা তাবলিগী জামায়াতের বাহ্যিক আমলে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। এমনকি- তাবলিগের বড় বড় আলেম বর্তমানে নিজেদের ওহাবী বলে গৌরবও করছেন। এতদ্সত্ত্বেও তাদের সংশ্রব ত্যাগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

ওহাবী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব

মুহম্মদ বিন আবদুল ওহ্হাব নজ্দীর মতাবলম্বীদেরকে ওহাবী বলা হয়। ইসলামের মধ্যে যত ফিৎনা হয়েছে, তন্মোধ্যে ওহাবী ফিৎনা সব চেয়ে মারাত্মক। ওহাবী সম্প্রদায়ের সমূহ মতামত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে হলে স্বতন্ত্র পুস্তক প্রনয়নের প্রয়োজন হবে। এখানে দেওবন্দীদের শায়খুল ইসলাম হোসাইন আহমদ (নকলী) মাদানীর কেতাব 'আশ্শিহাবুস্ সাকিব' হতে ওহাবী সম্প্রদায়ের ইসলাম-বিরুদ্ধ আক্বীদাহ সম্বন্ধে আলোচনা করছি। যথা, মাদানী সাহেব লিখেছেন -

"মুহম্মদ বিন আবদুল ওহাব নাজ্দী ১৩ শতাব্দীর প্রথম দিকে আরবের নজ্দ্ নামক স্থান হতে প্রকাশ হয়েছে। যেহেতু তার বদ আক্বীদাহ্ ভ্রান্ত ধারনা ছিল। এই কারনে, সে আহ্লে সুন্নাতুল জামায়াতের উপর হত্যাকান্ড করেছিল। আহ্লে সুন্নাতকে জোরপূর্বক তার মতাবলম্বী করতে চেয়েছিল। সুন্নীদের সম্পদ জোরপূর্বক নেওয়া ওহাবীরা হালাল ধারনা করত। ওদের কতল করা সওয়াবের কাজ মনে করত। আরববাসীকে বিশেষ করে মক্কা ও মদীনাবাসীকে অত্যন্ত নির্যাতন করেছিল। তার কঠিন অত্যাচারে বহু সুন্নী মানুষ মক্কা ও মদীনা শরীফ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ তার এবং তার সৈনিকদের হাতে শহীদ হয়েছিল। মোট কথা, তিনি একজন অত্যাচারী, বিদ্রোহী, রক্তপিপাসু ও ফাসেক মানুষ ছিলেন। মুহম্মদ বিন আবদুল ওহাবের ধারনা ছিল যে, সমস্ত মুসলমান মুশরিক ও কাফের। তাদের হত্যা করা এবং তাদের সম্পদ লুঠ করে নেওয়া হালাল- জায়েজ বরং ওয়াজিব। -আজও নজ্দী ও তার অনুসারীদের এই ধারনা রয়েছে যে, নবীগন যতদিন পৃথিবীতে ছিলেন, ততদিন হায়াতে ছিলেন মাত্র। ইন্তেকালের পর তাদের অবস্থা এবং সাধারণ মুসলমানের অবস্থা সমান। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা মুবারক জিয়ারত করতে যাওয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

তারা বেদাত, হারাম ইত্যাদি বলে থাকে। জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা নাজায়েজ মনে করে। এমনকি- হুযুরের রওজা জিয়ারত করবার জন্য সফর করা ব্যভিচারের সমপর্যায় বলে। তারা যদি মসজিদে নব্বীতে যেত তাহলে আল্লাহর রসুলের প্রতি দরূদ সালাম পাঠ করত না। এমনকি- রওজা পাকের দিকে তাকিয়ে দোয়া করত না। জিয়ারত সম্পর্কে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তারা সেগুলিকে মিথ্যা বলত। তারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াত অস্বীকার করে থাকে। তারা রসূলে পাককে নিজেদের ন্যায় ধারণা করে থাকে। আরও বলে থাকে যে, আমাদের প্রতি রাসুলের কোন অধিকার নাই। আমাদের প্রতি তাঁর অবদান নাই। তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর দ্বারা আমাদের কোন উপকার হয় নাই। এই কারণে তারা হুযুরের অসীলা দিয়ে দোয়া চাওয়া নাজায়েজ বলে থাকে। তাঁরা বলে থাকে যে, আল্লাহর রসূল অপেক্ষা আমাদের হাতের লাঠি বেশি সাহায্যকারী। আমরা লাঠি দ্বারা কুকুর তাড়াতে পারি। নাবীর দ্বারা এতটুকু সাহায্যও পাই না। তাদের ধারণায় ইল্‌মে মারেফাত, আউলিয়ায়ে কেরামদের মুরাকাবা ইত্যাদি বেদআত ও গুমরাহী এবং আউলিয়ায়ে কেরামদের কার্যকলাপ শির্ক ইত্যাদি বলে থাকে। তারা নির্দিষ্ট কোন ইমামের অনুসরণ কারাকে শির্ক বলে থাকে। চার ইমাম এবং তাদের অনুসরণকারীদের প্রতি অশ্লীন ভাষা প্রয়োগ করে থাকে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বেশি দরূদ ও সালাম পাঠ করা ভীষণ অপছন্দ করে থাকে"। (আশ্‌শিহাবুস্ সাকিব ৪২ পৃঃ হতে ৬৬ পৃঃ পর্যন্ত) ।

আল্লামা শামী 'রদ্দুল মুহতার, ৪র্থ খঃ, ২৬২ পৃষ্ঠায় ওহাবীদের অমানুষিক অত্যাচার ও জঘন্য আক্বীদাহ সম্পর্কে বহু কিছু আলোচনা করেছেন। এখানে সেগুলি উদ্ধৃত না করে কেবল হোসাইন আহমদ মাদানীর কলমকে নকল করবার একমাত্র কারণ এই যে, যাতে ওলামায়ে দেওবন্দ বা তাবলিগী জামায়াতের মানুষ ওহাবীদের আক্বীদাহ সম্পর্কে কোন প্রকার মতভেদ করতে না পারেন। কেননা, মাদানী তো তাদের শাইখুল ইসলাম।

ভারতে ওহাবী মতবাদের আমদানী

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ওহাবী মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন সৈয়দ আহমদ রায় বেরেলবী ও তাঁর শিষ্য মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী। যথা, "ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রায়বেরিলীর সৈয়দ আহমদ"। (আধুনিক ভারতের ইতিহাস, ১৯৯ পৃঃ)। -"বেরেলীর সৈয়দ আহমদ ছিলেন ওয়াহাবী আন্দোলনের একজন নেতা"। (ইতিহাস কথা কয়, ১৭৭ পৃঃ লেখক মুহাম্মদ মুদাব্বের, প্রথম প্রকাশ জুন, ১৯৮১, প্রকাশনায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)

মুদাব্বের সাহেব আরও লিখেছেন- "সৈয়দ আহমদ সবে মাত্র মক্কা থেকে ফিরেছেন, সঙ্গে নিয়ে এসেছেন নতুন মন্ত্র- ওয়াহাবী মতবাদ"। (ইতিহাস কথা কয়, ১১৭ পৃঃ)। উক্ত পুস্তকে আরও আছেঃ মক্কা থেকে ফিরে সৈয়দ আহমদ ওয়াহাবী মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন"। (ইতিহাস কথা কয়, ১১৭ পৃঃ)

সাইয়েদ আহমদ বেরেলবী একজন জাহেল, মূর্খ মানুষ। সেই সঙ্গে ছিলেন ইংরেজদের পলিটিক্যাল এজেন্ট ও তার গোষ্ঠির ভন্ড পীর। মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী ছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবীর কুলাঙ্গার পৌত্র এবং সেই যুগের আলেম। মূলতঃ ইনিই সাইয়েদ আহমদ বেরেলবীকে পরিচালনা করতেন। ওহাবী মতবাদের অনুকরণে ইসমাঈল দেহলবী সাহেব একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন। পুস্তকটির নাম "তাকবীয়াতুল ঈমান"। এই পুস্তকটি অখন্ড ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ফাসাদের প্রথম বীজ বপন করে। তিনি কেবল পুস্তক লিখে সমাপ্ত করেন নি-বরং প্রকাশ্যে ওহাবী মতবাদ প্রচার করতে আরম্ভ করেছিলেন। যার কারণে তাঁর বংশের বড় বড় আলেম বিশেষ করে তাঁর চাচা শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দীস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। যেহেতু অখন্ড ভারত হানাফী প্রধান দেশ। সেইহেতু ইসমাঈল দেহলবীর

pdf By Syed Mostafa Sakib

শিষ্যরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল তাঁর মহবাদ প্রকাশ্যে পালন করতে আরম্ভ করেছিল। এরা নিজেদেরকে আহ্লে হাদীস বলে দাবি করে থাকে। কিন্তু আমরা এদেরকে গায়ের মুকাল্লিদ লা লা-মাজহাবী বলে থাকি। আর একদল তাঁর মতবাদ পূর্ণভাবে মেনেছিল। কিন্তু বাহ্যিক ভাবে হানাফী মাজহাব অনুযায়ী আমল করতে থাকল। এদেরকে দেওবন্দী বলা হয়ে থাকে। শত্রু যদি প্রকাশ্যে সামনে আসে, তাহলে সাবধান হওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু শত্রু যদি বন্ধুর বেশে আসে, তাহলে সাবধান হওয়া অসম্ভব হয়ে যায়। গায়ের মুকাল্লিদ- ওহাবী সম্প্রদায় হানাফী মাজহাবকে যত ক্ষতি করতে না পেরেছে, তদপেক্ষা বহুগুণে ক্ষতি করেছে ওলামায়ে দেওবন্দ। কারণ, এরা হানাফী বলে দাবি করে থাকে এবং হানাফী মাজহাব অনুযায়ী আমলও করে থাকে। কিন্তু ঈমান ও আক্বিদার ক্ষেত্রে নজদী অনুসারী।

যখন ওলামায়ে দেওবন্দের আসল রূপ প্রকাশ হয়ে গেল- তখন তারা সাধারণ মানুষের নিকট ওহাবী বলে চিহ্নিত হয়ে গেল। বিশেষ করে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্বন্ধে অপমানজনক উক্তি প্রকাশ করবার কারণে কাফের বলে কলঙ্কিত হয়ে পড়ল। তখন মাওলানা ইলিয়াস সাহেব ভিজা বিড়াল সেজে তাবলিগী জামায়াত আবিষ্কার করলেন। হায় আফসোস! আজ জামায়াতের আসল রূপ বুঝতে না পেরে হাজার হাজার মুসলমান নিজেদের ঈমান ইসলামকে জবাই করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়েছেন।

ওলামায়ে দেওবন্দের ওহাবী হওয়ার স্বীকৃতি

প্রথম অবস্থায় উলামায়ে দেওবন্দ ওহাবী বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করত। তাঁদেরকে কেউ ওহাবী বললে অসন্তুষ্ট হত। এমনকি- প্রয়োজনে ওহাবীদের বদনাম করতে তারা পিছপা হতেন না। যখন মুজাদ্দিদ, কলমের বাদশাহ শায়খুল ইসলাম অল মুসলেমীন, ইমাম আহমদ রেজা ফাজেলে বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ওলামায়ে দেওবন্দকে ওহাবী বলে চিহ্নিত করেছিলেন, তখন হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব "আশ্‌শিহাবুস্ সাকিব" কিতাবে ওহাবীদের বদ আক্বীদাহ্ ও ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে প্রাণ খুলে কলমের কালি ব্যয় করেছেন। মাদানী সাহেবের উক্ত কিতাবখানা পাঠ করলে কোন মানুষ ওলামায়ে দেওবন্দকে ওহাবী বলতে পারবেন না। এটা তার ধোকাবাজী বর্তমানে ওলামায়ে দেওবন্দ ও তাবলিগী জামায়াতের বড় বড় আলেম নিজেদেরকে ওহাবী বলে গৌরব করছেন। কিন্তু মানুষ তাবলীগী জামায়াতের প্রভাবে এমনই প্রভাবিত হয়েছেন যে, তাদের সংশ্রব কোন মতেই ত্যাগ করতে পারছেন না। উলামায়ে দেওবন্দের খ্যাতনামা আলেম ও তর্কবাগিশ মঞ্জুর নুমানী ও তাবলিগী নেসাবের লেখক মাওলানা জাকারিয়া সাহেব এক বিশেষ মসলা আলোচনাকালে নিজেদের ওহাবী বলে পরিচয় দিয়েছেন। যথা, নোমানী সাহেব বলছেন- "আমি আমার সম্পর্কে পরিষ্কার ঘোষণা করছি, আমি বড় কঠিন ওহাবী"। (সাওয়ানেহে ইউসুফ, ১৯১ পৃঃ)। এর উত্তরে মাওলানা জাকারিয়া সাহেব বলছেন- "মৌলবী সাহেব, আমি নিজেই তোমার থেকে বড় ওহাবী"। (সাওয়ানেহে ইউসুফ, ১৯৩ পৃঃ)

যদি কেউ নিজেকে খ্রীষ্টান বলে পরিচয় দেয়, তাহলে তাকে মুসলমান বলে গন্য করা উচিত হবে না। মঞ্জুর নুমানী ও জাকারিয়া সাহেব কোন সাধারণ আলেম নন- উলামায়ে দেওবন্দের ও তাবলিগের শীর্ষস্থানীয় আলেম। যখন তাঁরা স্বেচ্ছায় ওহাবী বলে পরিচয় দিয়েছেন, তখন আমাদের বলতে আর আপত্তি কোথায়? মুসলমান! ঈমানী শর্তে বলুন! মাদানী সাহেবের কলমে ওহাবীদের আকায়েদ যা জানা গেছে, তাতে তারা কি মুসলমান? যদি দেহে একবিন্দু ঈমানী রক্ত থাকে, তাহলে কি কোন মানুষ ওহাবীদের সমর্থন করতে পারেন? হায়! কলেমা ও নামাযের লেবেল দেখে হাজার হাজার মানুষ কি বিভ্রান্তই না হচ্ছেন!

pdf By Syed Mostafa Sakib

Yes, Milad Celeberation is Commendable

A POINT-BY-POINT REPLY TO MAJLISUL ULAMA

- Moulana Abdun Nabi Hamidi (Sunni Ulema Council - Transvall)

(Cont of 80)

SECOND OBJECTION

The Meelad celebration is declared as Haraam and an evil Bid'at by Majlisul Ulama due to the following reasons :-

1. The practice of Qiyaam or standing in reverence when the Salaami or Salawaat is recited.

2. The votaries of Meelad believe that it is Fardh (compulsory) to make Qiyaam (standing) during these Meelad functions.

3. They proceed further to commit an act of extreme gravity by branding as Kaafir the one who does not make this Qiyaam in the Meelad celebration.

4. Kitaabs written by the votaries of Moulood ambiguously state that the one who does not make Qiyaam (standing) is a Kaafir.

5. Hazzrat Anas (radi allahu anhu) narrates the following Hadith: "There was none whom the Sahabah loved as much as Rasoolullah (sallal laahu alaihi wasallam). When they saw Rasoolullah (sallallaahu alaihi wa sallam), they did not stand because they knew that he detested this (practice of standing)". (Tirmizi ; Musnad Ahmed) (pg.12) In the commentary of this Hadith, Majlisul Ulama writes that the "Sahabah did not stand in respect of Rasoolullah (sallallaahu alaihi wa sallam) and that Rasoolullah (sallallaahu alaihi wa sallam) disliked such a practice". (pg.13)

6. Msajlisul Ulama write : Why don't you people stand when Rasoolullah's (sallal laahu alaihi wasallam) name is mentioned in Tashahhud, lectures, reciting of the Kalima, Khutba, etc.? Why you do not stand when the Quraan is recited or when Allah's name is mentioned? (I have summarised this question) (pg. 13-14).

7. Others again stand because of a reason which is much more dangerous than the reason for which the majority of people stand. Some cherish the believe that the Soul of our Nabi (sallallaahu alaihi wa sallam) presents itself at these sessions of Meelad, hence it is necessary to stand in respect. This is a fallacious and a highly misleading belief. This belief leads to Shirk or associtions with Allah Ta'ala in an attribute which is exclusive in Divinity. Let us assume that "A" holds a Meelad function in his home, "B" does the same in his home, "C" aslo has a Meelaad celebration and "D" does likewise also. Meelaad functions are taking place in various masaajids all over the world. Now let us assume that these various venues at once at the same time. A is under the impression that Rasoolullah's (sallallaahu alaihi wa sallam) Soul is present at his funtion. B, C, D and the people in the various masajid all over the world are under the same impression. We have

pdf By Syed Mostafa Sakib

assumed that the Salaami is being recited at the same time in the various places; hence it will follow that our Nabi (sallallaahu alaihi wa sallam) is present at the place of A, B, C, D, etc. at the same time. In other words, this belief means that our Nabi (sallallaahu alaihi wa sallam) is present here, there and everywhere at one and at the same time. This is bestowing the Divine Attribute of Omnipresence upon our Nabi (sallallaahu alaihi wa sallam). Thus, this belief assigns to our Nabi (sallallaahu alaihi wa sallam) Divinity by way of according Omnipresence to our Nabi (sallallaahu alaihi wa sallam). This is in reality the commission of Shirk which is a capital crime - a crime most heinous in the Eyes of Allah (pg. 15)

OUR ANSWER

(1) The Peer-o-Murshid (Spiritual leader) of the Ulema-e-Deoband, Hazrat Haji Imdadullah Muhaajir Makki writes : "The way of life of this Faqeer (Muhaajir Makki) is that I participate in the assembly of Moulood, and I celebrate this function every year and regard this assembly as a source for blessings and I find enjoyment in Qiyaam (standing)". (Faisala Haft Mas'ala, pg. 5, printed by Madani Qutub Khana, Multan, Pakistan).

The following issues are proven from the above quatation of Hazrat Haji Imdadullah.

A. The Peer-o-Murshid says that Qiyaam is Ja'iz (permissible) and that he finds enjoyment in it. The Mureeds multish say that it is Haraam and evil Bid'at. I am sure that both cannot be correct. If the Mureeds are correct then it would mean that the Murshid has commited an act which is Haraam and evil Bid'at. Is this the adab (respect) shown by the Ulema-e-Deolbank for their spiritual leader? The Majlisul Ulama do not feel ashamed in addressing themselves as spiritual students of such a person, on one hand, yet this noble personality practiced something which they condemned as unacceptable. (sirk).

B. Committing Haraam makes a person a sinner and to announce the sin makes a person a Fasiq-e-Mo'lin (an open sinner). It is Haraam to make Bai't (allegiance) on the hand of a Fasiq-e-Mo'lin. The spiritual Silsila (order) of the Majlisul Ulama becomes munqa-te (inconsistent) if their Murshid committed a Haraam act (which is Qiyaam). Why then do their Mashaa'ikh deceive people by making them their Mureeds, since they have no consistant spiritual order.

(2) This is another false and baseless accusation. No one has ever said that the act of Qiyaam in Meelaad functions is Fardh. Aa'la Hazrat Imam e Ahle Sunnat Moulana Ahmed Raza Khan (radi Allahu anhu) writes: "Qiyaam is consistently practiced by famous Imams. None of them refuted or denied this. Therefore, it is Mustahab (recommended)". (Iqaamatul Qiaamah, pg. 19, Nori Qutub Khana).

CHALLENGE

You are requested to quote from an authentic source to prove that we have declared Qiyaam as Fardh.

APPEAL

pdf By Syed Mostafa Sakib

We appeal to the public who follow the Ulema-e-Deoband that they should ask them proof for their claims. If they cannot present a proof, which I am ceratin that they will be unable to, then at least tell them to please stop lying and to stop causing Fitna.

ANS : (3) Another baseless accusation and an open lie. We have never branded anyone as Kaafir just because he does not participate in the act of Qiyaam (standing). Qiyaam is only regarded as Mustahab according to us. One who leaves a Mustahab act is not a sinner, let alone becoming as Kaafir. Those who stop the people from taking part in Qiyaam or Meelaad are absolutely wrong, because they are stopping people from taking part in a Mustahab act. But who denies Qiyaam as mustahab on principle is liable for punishment (Tazir).

A'la Hazrat (radi Allahu) or any other Ulema-e-Ahle Sunnat have given the Fatwa of Kufr only against those who were Mirza'i or those who insulted Almighty Allah and His Rasool (sallallaahu alaihi wa sallam). Even till today, their blasphemous statements are being published in their books.

Now read carefully what Moulana Murtuza Hassan Naazim-e Taaleemat-e Darul Uloom Deoband has said in this regard; "Khan Bereilavi (A'la Hazrat) says that some ulema of Deoband do not accept Rasoolullah (sallallaahu alaihi wa sallam) equal to animals and the insan, and regard Shaitaan as more knowledgeable than Rasoolullah (Sallallaahu alaihi wa sallam), therefore, they are Kaafirs. All the Ulema of Deoband say that this ruling of Khan Saheb is correct. Whover makes this type of statement is a Kaafir Murtad (apostate) and cursed one. Bring your Fatwa. We will endorse it as well. One who does not regard these type of Murtads (apostates) as Kaafir, he is also Kaafir. These beliefs are indeed blasphemouse". (Ashaddul Azaab, pg.11).

"If, according to Khan Saheb, some Ulema of Deoband were really like that as he thoutht, than it was Fardh (compulsory) on Khan Saheb to declare them as Kaafirs. If he did not call them Kaafirs, then he himself would have become Kaafir". (Ashaddul Azaab, Moulana Murtaza Hassan Dar Banghi, pg.12).

The following issues are proven from the above two statements from "Ashaddul Azaab" :-

(A) Aa'la Hazrat (radi Allahu anhu) did not regard anyone as Kaafir because of not participating in Meelaad or Qiyaam.

(B) Aa'la Hazrat (radi Allahu anhu) only regarded those people as Kaafirs who insulted Rasoolullah (sallallaahu alaihi wa sallam).

(C) The principles upon whom the Fatwas of Kufr were given are accepted between Deobandi and Sunni Ulema.

(D) Aa'la Hazrat (radi Allahu anhu) is compelled by the Shari'ah to issue Fatwa of Kufr upon those people, otherwise he himself would have become Kaafir.

(E) Aa'la Hazrat (radi Allahu anhu) had given the Fatwa of Kufr on only few people :- those who wrote blasphemous statements, and those who after understanding fully these statements, regarded them as accurate and in the spirit of Islam and Shari"ah.

pdf By Syed Mostafa Sakib

জামাতে ইসলামীর বাতিল মতবাদ ও সদস্যদের আক্বিদা

-সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র

জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবুল আলা মউদূদী থেকে শুরু করে এ সংগঠনের রোকন, সংগঠক, লেখক, ওয়ায়েজ মোবাল্লেগ, রেডিও টিভির ভাষ্যকার সাঈদী জাফরী আজাদ পর্যন্ত ব্যক্তিবর্গ -সবাই এ যুগের হাক্কানী পীর মাশায়েখ, পূর্বযুগের ইমাম মুজতাহিদ; এমনকি সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনায় মুখর। তাদের লেখনী ও জবানী সমালোচনা থেকে কেহই রেহাই পান্‌নি। কোন যুগের মুজাদ্দিদগণই মউদূদীর সমালোচনা থেকে রক্ষা পান্‌নি। সপ্তম হিজরীর উলামাগণের সম্মিলিত ফতোয়ায় কাফির সাব্যস্থ ইবনে তাইমিয়াই মউদূদী সাহেবের মতে একমাত্র পূর্ণ মুজাদ্দিদ ছিলেন। সূফী দরবেশ ও তরিকতপন্থীগণ মউদূদী সাহেবের সরাঘাতে জর্জরিত হয়েছেন এবং এখনও হচ্ছেন।

ইহুদী ও খ্রীষ্টান পাদ্রী এবং ঐতিহাসিকরা সাহাবায়ে কেরাম ও ইসলামের কৃতি সন্তানদের খুঁজে খুঁজে বের করে তাদের দোষক্রটি বের করে অসংখ্য বই পুস্তক রচনা করেছে। মউদূদী ও তার অনুসারী লেখকগণ ইহুদী খ্রীষ্টানদের ঐ কাজই আঞ্জাম দিচ্ছেন ও দিয়ে যাচ্ছেন। সাহাবীগণের সমালোচনা করতে গিয়ে মউদূদী সাহেব নিজে নিজে একটি "নীতিমালা" তৈরী করেছেন। ঐ নীতি হচ্ছে-

"রাসূলে খোদাকে ছেওয়া আওর কেছিকো তানকীদ ছে বালাতর না ছমঝে" -অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কাউকেই সমালোচনার উর্দ্ধে মনে করবেনা।

এই নিজ নির্ধারিত নীতিমালা মোতাবেক মউদূদী সাহেব বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরামের অসংখ্য দোষক্রটি খুঁজে খুঁজে বের করে ইসলামের গোড়ায় কুঠারাঘাত করেছেন। হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত আয়েশা, হযরত আনাছ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের এমন মারাত্মক দোষক্রটি আবিষ্কার করেছেন- যাতে তাঁরা আর নির্ভরযোগ্য থাকছেন না।

মউদূদী সাহেব "খেলাফত ও মুলূকিয়াত" গ্রন্থে ইচ্ছামত সাহাবীদের বে লেগাম সমালোচনা করেছেন- যা শুনলে একজন ঈমানদারের কলেজায় আঘাত লাগে। ঐসব ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই না করেই মউদূদী সাহেব যেখানে যা দোষক্রটি পেয়েছেন- বিনা বিচারে তা গ্রহণ করেছেন। তার অনুসারীরা তাকে অনুসরণ করে ঐসব ঘটনা লিখছে এবং প্রচার করছে। এভাবে তারা মুসলমানদের ঈমানকে হাল্কা ও নষ্ট করে দিচ্ছে। হযরত আনাছ (রাঃ) সম্পর্কে মউদূদী সাহেব বলেছেন-

"হযরত আনাছ (রাঃ) রাসুলের সমস্ত বিবিগণের সাথে একরাত্রে মিলনের যে বর্ণনা দিয়েছেন -তা অনুমান ভিত্তিক ছিল, অর্থাৎ সত্য ছিলনা"। হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন- "তিনি শরীয়ত ভঙ্গ করে জঙ্গে জামালে হযরত আলীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন"। হযরত ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন- "তিনি আপন গোষ্ঠীর প্রতি স্বজনপ্রীতি করে তাদেরকে সরকারী উচ্চপদ দিয়েছিলেন" ইত্যাদি।

এমনিভাবে তিনি অসংখ্য অপবাদ সাহাবাগণের চরিত্রে লেপন করেছেন। দেখুন "খেলাফত ও মুলুকিয়াত এবং ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন"।

মউদূদী সাহেব "ইসলামের হাকীকত" বইয়ে লিখেছেন- "যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান পূর্ণ মানবে- সে পুরাপুরি মোমেন। আর যে অর্দ্ধেক মানে সে অর্দ্ধেক মুমিন- অর্দ্ধেক কাফের। আর যে দশ ভাগের এক ভাগ মানে- সে এক ভাগ মুমিন। আর যে বিশ ভাগের এক ভাগ মানে- সে বিশ ভাগের এক ভাগ মুমিন" (ইসলামের হাকীকত, পৃষ্ঠা-৬)।

এভাবে তিনি দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে একই সাথে কিছু মুমিন ও কিছু কাফির সাব্যস্থ করেছেন। ঐ পুস্তকেরই ৪৮ পৃষ্ঠায় মউদূদী সাহেব লিখেছেন- "হানাফী, শাফেয়ী, আহলে হাদীস -এগুলো দলাদলী। এই এগুলোকে খতম করে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। এসব দল সৃষ্টির অবকাশ ইসলামে নেই"। (ইসলামের হাকীকত ৪৮ পৃষ্ঠা)।

এভাবে তিনি মাযহাবকে অস্বীকার করেছেন। এখন যদি তাকে প্রশ্ন করা হয়- আপনার জামাতে ইসলামী কি একটি দল নয়? এটা খতম করা কি ফরয নয়? তখন জামাতীরা কি

pdf By Syed Mostafa Sakib

সদুত্তর দেবেন? তাই তার কথামতে জামাতে ইসলামীকে খতম করা মুসলমানদের উপর এখন ফরয হয়ে পড়েছে।

মাযহাব সম্বন্ধে মউদূদী সাহেব লিখেছেন- "আমার অভিমত হলো, একজন আলেম বা বিদ্ধান ব্যক্তির জন্য মাযহাবের অনুসরণ করা না জায়েয। এমনকি- তার চেয়েও জঘন্যতর কিছু"। (দেখুন রাসায়েল ও মাশায়েল উর্দূ ২৭৬ পৃষ্ঠা)।

মউদূদী সাহেবের কথার মোদ্দা অর্থ এই দাঁড়ায়- "মাযহাব অনুসরণ করা বিদ্বান ব্যক্তিদের জন্য শুধু হারাম নয়- বরং শিরক ও কুফর। কেননা, হারাম হচ্ছে কবিরা গুনাহ্- তার চেয়ে জঘন্যতর হচ্ছে শিরক ও কুফর। মউদূদী সাহেব সরাসরি শিরক বললে সাধারণ মানুষ ক্ষেপে যাবে- তাই কৌশল করে বলেছেন "জঘন্যতর"।

মউদূদী সাহেব মাযহাব অনুসারী মুসলমানের ব্যাপারে যে মন্তব্য করলেন -এর মধ্যে কারা কারা পড়েন- তা আমাদের দেখতে হবে। মাযহাব অনুসারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েছেন হযরত গাউসুল আযম, ইমাম গাজ্জালী, ইমাম রাযী, জালালুদ্দীন সুয়ূতি, মোল্লা আলী ক্বারী, খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী, বাহাউদ্দিন নকসবন্দ, মোজাদ্দেদ আলফেসানী, শেখ আবদুল হক দেহলভী, শাহ্ আবদুর রহিম, শাহ ওয়ালিউল্লাহ্, শাহ আবদুল আজিজ, শাহ্ ইমাম আহমদ রেযা, নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী, শেরে বাংলা, আবেদ শাহ প্রমূখ সুন্নী পীর মাশায়েখ ও ওলামায়ে কেরামগণ, শরিয়ত ও তরীকতের ইমামগণ এবং তাদের অনুসারী উলামাগণ। অপরদিকে- জৈনপুর, ফুরফুরা, শর্ষিণা, দেওবন্দ উলামাগণ সকলেই হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তবে কি মউদূদী সাহেবের মতে তারাও মাযহাব অনুসরণ করে জঘন্যতর শিরিক ও কুফরী করেছেন?

দুঃখ হয় এদেশের একশ্রেণীর আলেম উলামা ও পীর মাশায়েখদের জন্য- তারা একদিকে হানাফী মাযহাব মানছেন- অপরদিকে জামাতে ইসলামও করছেন। তাঁদের লাজলজ্জার বালাই নেই। তারা মুশরিক ও কাফির হতে রাজী- কিন্তু জামাতে ইসলাম ছাড়তে রাজী নন। এমন উক্তি অনেক হানাফী পীর ও আলেমরা করেছেন। তাদের নাম প্রয়োজনে প্রমাণসহ উল্লেখ করা যাবে।

আবার এমন অনেক পীর ও দরবার রয়েছে- যারা পাকিস্তান আমলে "মউদূদী জামায়াতের স্বরূপ" বই লিখে তাদের বিরোধিতা করেছেন- কিন্তু বাংলাদেশ হওয়ার পর চুপ মেরে ছিলেন। হালে এসে আবার বিরোধীতা শুরু করেছেন। এই সুযোগে জামাতে ইসলাম বিনা বাধায় অনেকদূর অগ্রসব হয়ে বর্তমানে সরকারের অংশীদার হয়েছে। জেএমবি বোমা হামলা এবং ইসলামী আরবী বিশ্ব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জামাতীরা ভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে নিজেদের পৃথক সত্ত্বা ঘোষণা করেছে। এখন ঐসব বুযর্গরা আবার সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। কিন্তু পানি তো অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। এই বিলম্ব- বিরোধীতার খেসারত তাঁদের এবং জনগণকেই দিতে হবে। এখন জামাতে ইসলাম অনেক সাবালেগ হয়েছে- শক্তিশালী হয়েছে- এমনকি সামরিক শক্তিও অর্জন করেছে। জেএমবি বোমা হামলায় প্রমাণিত হয়েছে- তারা বোমা তৈরীর উন্নত টেকনোলজী রপ্ত করে ফেলেছে।

জীবন দর্শন সম্পর্কে মউদূদীর ৪টি মতবাদ ঃ

মউদূদী সাহেব তার লিখিত "তাজদীদ ও ইহ্ইয়ায়েদ্বীন" বা ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন পুস্তকে জীবন দর্শন সম্পর্কে ৪টি মতবাদ উল্লেখ করেছেন। যথা (১) নির্ভেজাল জাহেলিয়াত বা কুফরী মতবাদ (২) শির্ক মিশ্রিত জাহেলিয়াত (৩) বৈরাগ্যবাদী জাহেলিয়াত (৪) ইসলাম। তার মতে প্রথম তিনটিই শির্ক।

মউদূদী সাহেব বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে ২ ও ৩ নং জাহেলিয়াত আবিষ্কার করে বলেছেন- "নির্ভেজাল জাহেলিয়াত বা কুফরী মতবাদের পর হচ্ছে এই দ্বিতীয় প্রকার জাহেলিয়াত (শির্ক মিশ্রিত জাহেলিয়াত) -এর স্থান। নবীগণের শিক্ষার প্রভাবে মানুষ (মুসলমান) একমাত্র পরাক্রমশীল খোদার কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে। সেখানে অন্যান্য খোদার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে সত্য- কিন্তু নবী-ওলী, শহীদ-দরবেশ, গাউস-কুতুব, উলামা-পীর এবং ইশ্বরের বরপুত্রদের ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব কোন না কোন পর্যায়ে ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। অজ্ঞ লোকেরা মুশরিকদের খোদাগণকে পরিত্যাগ করে আল্লাহর সেই সব নেক বান্দাদেরকে খোদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে".....। "একদিকে মুশরিকদের ন্যায় পূজা-অর্চনার পরিবর্তে ফাতেহাখানী, যিয়ারত, নযর নিয়ায, ওরশ, চাদর চড়ানো, তাজিয়া করা এবং এই ধরনের আরও অনেক ধর্মীয় কাজ সম্বলিত একটি নূতন শরিয়ত তৈরী করা হয়েছে। অন্যদিকে কোন তত্ত্বগত দলিল প্রমাণ ছাড়াই ওইসব নেক লোকদের জন্ম-মৃত্যু, আবির্ভাব-তিরোধান, কাশফ কারামত, ক্ষমতা- কর্তৃত্ব এবং আল্লাহর দরবারে তাদের নৈকট্যের ধরন সম্পর্কে পৌত্তলিক মুশরিকদের পৌরানিকবাদের সঙ্গে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সর্বক্ষেত্রে সামাঞ্জ্যশীল একটি পৌরানিকবাদ তৈরী করা হয়েছে। (বৈরাগ্যবাদী জাহেলিয়াত) -এর মত ওছিলা, রূহানী মদদ প্রভৃতি শব্দগুলোর আড়ালে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যকার যাবতীয় সম্পর্ককে ওইসব নেক লোকদের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে"। ..... "তবে পার্থক্য এতটুকু যে, তারা (মুশরিকরা) এই নিচের কর্মকর্তাদেরকে প্রকাশ্যে উপাস্য, দেবতা; অবতার, অথবা ঈশ্বরের বরপুত্র বলে থাকে- আর এরা (তরিকতপন্থীরা) গাউস কুতুব, আবদাল-আউলিয়া-আহলুল্লাহ- প্রভৃতি শব্দের আবরণে এদেরকে ঢেকে রাখে" (ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন পুরাতন মূল সংস্করন ৬ পৃষ্ঠা এবং বর্তমান সংস্করন ১৬ পৃষ্ঠা)।

পর্যালোচনা ঃ মউদূদী সাহেব মুসলমান ও পীর দরবেশদেরকে এই "জাহেলিয়াতে মুশরিকানা" বা শির্ক মিশ্রিত জাহেলিয়াতের অন্তর্ভূক্ত করে পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমান ও চার তরিকার পীর মাশায়েখগণের ঈমানকে যেভাবে কচুকাটা করলেন- এতে বুঝা যায়- তিনি ও তার দল জামাতে ইসলামী ছাড়া সবাই শির্কের মধ্যে লিপ্ত রয়েছেন।

এবার আমরা উপরে বর্ণিত মউদূদীর সংক্ষিপ্ত ও চাতুর্যপূর্ণ বাক্যাবলীর সারমর্ম নিম্নে তুলে ধরছি- তাতেই পরিষ্কার হয়ে যাবে- মউদূদী জামাত কত জঘন্য।

মউদূদীর মতে-

(১) জাহেলিয়াতে মুশরিকানা বা শির্ক মিশ্রিত জাহেলিয়াতের মধ্যে বর্তমান মুসলমানরা লিপ্ত।

(২) নবীজির প্রভাবে অন্যান্য খোদার কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়েছে সত্য- কিন্তু মুসলমানরা কিছু নূতন খোদার কর্তৃত্ব তৈরী করেছে। এই নূতন খোদাগণ হলেন- নবী-ওলী, শহীদ- দরবেশ, গাউস-কুতুব, উলামা-পীর ও মাশায়েখগণের কর্তৃত্ব।

(৩) ইসলাম ধর্মে উনাদের কর্তৃত্ব অজ্ঞ লোকেরা আবিষ্কার করেছে। (উল্লেখ্য, নবীগণের মোজেযা, অলীগণের কারামাত এবং তাছাররুফাতকে মউদূদী সাহেব নতুন খোদার কর্তৃত্ব বলেছেন)।

(৪) অজ্ঞ লোকেরা নেক বান্দাদেরকে খোদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

(৫) মুশরিকরা পূজা-অর্চনা করে- আর জাহেল মুশরিক মুসলমানরা তার পরিবর্তে ফাতেহাখানি, যিয়ারত, নযর নিয়ায,ওরশ, চাদর চড়ানো, তাজিয়া এবং এই ধরনের অনুষ্ঠান করে। এটা তার ইসলামী শরিয়ত নয়- এটা জাহেল মুশরিক মুসলমানদের মনগড়া নূতন শরিয়ত।

(৫) মুশরিক হিন্দুদের মত পৌরানিকবাদ অনুসরণ করে মুসলমানরা জন্ম-মৃত্যু, আবির্ভাব, তিরোধান, কাশফ-কারামত, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব বা তাছাররুফাত সম্পর্কীয় পৌরানিকবাদ তৈরী করেছে।

(৬) বৈরাগ্যবাদী জাহেলিয়াত -এর মত মুসলমানরাও ওছিলা, রূহানী মদদ- প্রভৃতি শব্দের আড়ালে নেককার লোকদেরকে খোদার আসনে বসিয়েছে।

(৭) মুশরিকরা খোদার পরের এইসব কর্মকর্তাদেরকে বলে উপাস্য দেবতা অবতার, ইশ্বরের বরপুত্র ইত্যাদি- আর জাহেল মুসলমানরা বলে গাউস কুতুব, আবদাল, আউলিয়া, আহলুল্লাহ প্রভৃতি। উভয়ের নামের মধ্যে শুধু পার্থক্য, মূলে তারা এক- অর্থাৎ- গাইরুল্লাহ।

(৮) সর্ব প্রকারের যিয়ারতই শির্ক। (রাসুলুল্লাহর রওযা মোবারকের যিয়ারতকেও এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে)।

<u>উপরোক্ত ৮টি পর্যালোচনার দ্বারা এই রায় ঘোষণা করা যায় যে,</u>

(১) মউদূদী ও তার অনুসারী জামাতে ইসলাম ইসলামী জীবন দর্শন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল তথ্য পেশ করে ইসলামের উপর ভীষণ যুলুম করেছে এবং তরিকতপন্থী ও মাযহাবপন্থী সমস্ত মুসলমানকে মুশরিক বলে আখ্যায়িত করেছে। ইসলামী শরিয়তে নবীদের মোজেযা, অলীগণের কারামত ও ক্ষমতা স্বীকার করা হয়েছে অথচ মউদূদীর জামাত তা অস্বীকার করছে। সুতরাং তারা ইসলাম বহির্ভূত একটি পৃথক অমুসলিম দল ও সম্প্রদায়- যেমন কাদিয়ানিরা একটি অমুসলিম সম্প্রদায়। কাদিয়ানীদের সাথে ইসলামী সম্পর্ক গড়া যেমন হারাম- তদ্রুপ জামাতে ইসলামী বা মউদূদী অনুসারীদের সাথেও ইসলামী সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম।

(২) কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন যেমন ঈমানী আন্দোলন, তদ্রুপ জামায়াত বিরোধী আন্দোলনও ঈমানী আন্দোলন।

(৩) ইসলামের সাথে কাদিয়ানীবাদের যেমন কোন সম্পর্ক নেই- তদ্রুপ মউদূদীবাদেরও কোন সম্পর্ক নেই।

(৪) কাদিয়ানীরা প্রকাশ্যভাবে ইসলামী রীতিনীতি মানলেও খতমে নবুয়তের অপব্যাখ্যা করে আক্বিদাগত কারণে কাফের। তদ্রুপ জামাতে ইসলামও প্রকাশ্যভাবে ইসলামী রীতিনীতি মানলেও ইসলামের অপব্যাখ্যার কারণে আক্বিদাগত দিক দিয়ে সমভাবে দায়ী।

(৫) তাই কাদিয়ানীদের মতো মউদূদী অনুসারীদেরকেও অমুসলিম ঘোষণা করা উচিৎ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্ন ও উত্তর (আক্বিদা ও আমল)

আ'লা হযরতের ইরফানে শরীয়ত (২য় খন্ড)

(৮০ -এর পর)

(০১) ছাওয়াল ঃ ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন এব্যাপারে কি অভিমত পেশ করেন?

প্রশ্ন ঃ জনৈক ব্যক্তি লুঠ্যা নামক ব্যবসায়ীদের কর্মচারী হিসাবে নেপালের বনে কর্মরত রয়েছেন। তিনি নেপালের এমন জায়গায় থাকেন- যেখান থেকে ২/৩ মাইল দুরে জনবসতি রয়েছে। সেখানে কৃষিজাত পণ্য উৎপন্ন হয়। তার এই কর্মস্থল সরকারের অধীন অনাবাদি ভুমিতে অথবা জঙ্গলের মধ্যে রেল ষ্টেশনে অবস্থিত। রেল ষ্টেশন থেকে জনবসতি ২/৩ মাইল দুরে। সেখানেও ক্ষেতি ফসল হয়। তার মনিব যখন তাকে উক্ত বিরান ভূমি বা স্টেশন নিকটবর্তী স্থানে কাজে পাঠান- তখন কতদিনের জন্য পাঠান- তা নির্দ্ধারিত করে দেন নি। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির নামায তো কছর হিসাবেই আদায় করতে হবে। কেননা, প্রথমতঃ দেশটি হিন্দুদের দেশ। দ্বিতীয়তঃ তিনি এমন স্থানে বাস করেন- যেখানে না আছে বসতি, না আছে ক্ষেতি ফসল। তৃতীয়তঃ তার হিন্দু মনিব যখন ইচ্ছা তাকে অন্যত্র বদলী করতে পারেন। মোট কথা- হিন্দুদের দেশে হিন্দু মনিবের অধীনে তার চাকরী। অনাবাদী স্থানে তার সরকারী পোষ্টিং।

এমতাবস্থায় কছর পড়া তার উপর ওয়াজিব। কেননা, মুকিম হওয়ার জন্য একটি শর্ত হলো- যেখানে কর্মচারী অবস্থান করবে- উক্ত জায়গায় বসতি অথবা ক্ষেতি থাকতে হবে। তিনি একজন কর্মচারী। ১৫ দিন বা বেশী থাকার ব্যাপারে তিনি স্বাধীন নন। অস্থায়ী অবস্থানে তো নামায কছরই পড়তে হয়।

-এখন প্রশ্ন হলো- যদিও উক্ত কর্মচারী বিরান ও অনাবাদী স্থানে থাকুক না কেন- তার খাদ্য রেশন ইত্যাদিতে তো কোন ব্যাঘাত হচ্ছেনা এবং তার সাথে অন্যান্য দশ বিশ বা পঞ্চাশজন কর্মচারী ও থাকছেন। বন্য হিংস্র পশুর কোন ভয়ও সেখানে নেই। তদুপরি, কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত স্থানে থাকার সম্ভাবনাও আছে। প্রয়োজনে ছুটিও নিতে পারেন। এমতাবস্থায়- চাকরীজীবি ব্যক্তিকে নামায কছর পড়তে হবে কেন? সে এখন স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, সেখানে ১৫ দিন থাকবে- না কম সময়। যদি ১৫ দিনের নিয়ত করে- তাহলে পূর্ণ নামায পড়তে হবে- নতুবা কছর। মোদ্দা কথা হলো- কাজ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সে কি মুসাফির হিসাবে গণ্য হবে- নাকি মুকিম হিসাবে? এমতাবস্থায় সে ইমামতি করলে মুসল্লীগণ কি হিসাবে ইক্তিদা করবে? অনুগ্রহ পূর্বক স্বপ্রমাণ বর্ণনা করুন।

জওয়াব ঃ উক্ত কর্মচারী তিনদিনের সফর করে যাননি- কাজেই কছর পড়া লাগবেনা। তার কছর পড়া না জায়েয হবে এবং পূর্ণ নামায আদায় করাই ফরয। বাহরুর রায়েক ও রদ্দুল মোহতার ফিকাহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে -

هٰذَا اِنْ سَارَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَاِلَّا فَلَا وَلَوْ اَلْمَفَازَةَ—

অর্থাৎ- তিনদিনের সফর হলেই পথে ও সেখানে কছর পড়তে হবে, নতুবা নয়- যদিও তা আনাবাদীই হোক না কেন। যেখানে যে কাজে কর্মচারীকে পাঠানো হয়েছে- যদি উক্ত জায়গায় বসবাস করা সম্ভব হয় এবং কাজও ১৫ দিনের বেশী সময় লাগে- এমতবস্থায় পূর্ণ নামায পড়তে হবে। ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরী

pdf By Syed Mostafa Sakib

বা হিন্দুদের জায়গা হওয়ার কারণে কছর মাফ হবে না। কেননা, এতে কেউ বাধা দিচ্ছেনা।

-দোরর্রে মোখতার ফিকাহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে -

مَنْ دَخَلَهَا بِأَمَانٍ فَإِنَّهُ يُتِمُّ-

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি কোনস্থানে নিরাপদে পৌঁছতে ও থাকতে পারে- সে তথায় পূর্ণ নামায আদায় করবে"।

চাকুরীর অজুহাতে ১৫ দিন অবস্থানের অনিশ্চয়তা এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। এমন অনিশ্চয়তা তো সর্বত্রই হতে পারে। চাকরীজীবির বেলায় যদি পূর্ণ নামায পড়তে হয়- তাহলে অন্যান্য স্বাধীন লোকের বেলায় তো কোন প্রশ্নই আসেনা। তাদের বেলায়ও ১৫ দিনের নিয়তের উপর মাসআলা নির্ভরশীল।

(০২) ছাওয়াল ঃ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আন্হা কথন ইন্তিকাল করেছিলেন?

জওয়াব ঃ ৫৮ হিজরী ১৭ই রমজান মঙ্গলবার ৬৬ বৎসর বয়সে মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আন্হা ইনতিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। উক্ত জানাযায় মদিনা মোনাওয়ারার অধিকাংশ বাসিন্দা উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর তিন ভাতিজা- হযরত কাশেম ইবনে মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ও আবদুল্লাহ ইবনে আতিক এবং দুই ভাগিনা- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ও উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) তাঁকে মাযার শরীফে নামান। জানাযার নামাযে ইমামতি করেছিলেন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)। জুরকানী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী ৫৭ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। ওয়াকেদীর বর্ণনা মতে ৫৮ হিজরী ১৭ রমযান মঙ্গলবারের উল্লেখ আছে। এই মতকেই অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ সমর্থন করেছেন এবং ফতোয়া শামীতেও তা-ই উল্লেখ আছে। উয়ুন গ্রন্থে তিন ভাতিজা ও দুই ভাগিনা এবং হযরত আবু হোরায়রার নাম উল্লেখ আছে।

(০৩) ছাওয়াল ঃ হিন্দুস্থানের কোন একটি মসজিদে জুমার দিন একটি কাতার এমনভাবে দাঁড়ায় যে, তা ইমাম সাহেবের সামান্য পিছনে থাকে- কিন্তু সিজদা পুর্ণভাবে ইমামের পিছনে হয় না বরং ইমামের সিজদার জায়গা হতে সামান্য পিছনে দিতে হয়। এব্যাপারে দুইজন আলেম দুই রকমের ফতোয়া দিয়েছেন। একজন বলেছেন- যদি প্রথম কাতার এভাবে সামান্য পিছনে দাঁড়ায় -তাহলে ইমাম ও সমস্ত মোক্তাদীগণের নামাযই মাকরুহ তাহরীমী হবে এবং নামায দোহরাতে হবে। তার যুক্তি হলো, মোক্তাদী যদি ২ জন হয়- তাহলে ইমামের বরাবর দাঁড়ানো শরীয়তের নির্দেশ। আর যদি ৩ জন বা ততোধিক হয়, তাহলে এক কাতার পিছনে দাঁড়াতে হবে এবং মোক্তাদীগণের সিজদা ইমামের পিছনে হতে হবে।

অন্য একজন আলেম বলছেন- না, প্রথমজনের মাসআলা সঠিক নয় -বরং জায়গা সঙ্কুলান না হলে প্রথম কাতারের মুসল্লীগণ ইমামের সামান্য পিছনে থাকলেই চলবে। আমাদের পুর্ববর্তী বুযর্গ ব্যক্তিরা এভাবেই পড়েছেন এবং আপত্তি করেননি। আমাদের উচিৎ উনাদের অনুসরন করা। প্রথম কাতার সম্পূর্ণ পিছনে থাকার মাসআলাটি এক শ্রেণীর আলেমরা নতুন বানিয়ে নিয়েছে।

-এখন আমাদের জিজ্ঞাসা হলো- কার কথা সঠিক? যদি প্রথম জনের মতামত সঠিক হয়, তাহলে ওযরের সময় কি করা যাবে? উদাহরণ স্বরূপ- মসজিদ যদি মুসল্লীদ্বারা ভরপুর হয়ে যায় এবং অতিরিক্ত দুইশত মুসল্লী এসে হাযির হয়- এমতাবস্থায় একশত সত্তর বা একশত আশিজন মুসল্লীকে মসজিদের বাইরে খালী জায়গায় ব্যবস্থা করে বাকী ২০/৩০ জন মুসল্লীকে ইমামের বরাবর দাঁড় করিয়ে দিলে কি নামায শুদ্ধ হবে? আর একটি উদাহরণ- মসজিদের ভিতরে মাত্র নয়জন মুসল্লী দাঁড়াবার জায়গা খালি আছে। হঠাৎ করে দুইশত লোক এসে গেলো। এমতাবস্থায় নয়জনকে ভিতরে দিয়ে বাকী লোকেরা মসজিদের বাইরে খালী জায়গায় কি দাঁড়াতে পারবে? নাকি- বাইরে জায়গা খালী থাকলে সবাই বাইরে গিয়ে দাঁড়াবে?

জওয়াব ঃ প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় ইমাম ও মোক্তাদী সকলের নামাযই মাকরূহে তাহরীমী হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামায পুনরায় দোহ্‌রায়ে পড়তে হবে। এটা হলো স্বাভাবিক অবস্থার মাসআলা। ওযরের মাসআলা ভিন্ন।

শরীয়তের বিধান হলো- মুসল্লী একজন হলে ইমামের বরাবর দাঁড়াবে। ইহাই সুন্নাত। যদি নামাযের মধ্যে আর একজন এসে যায়- তখন প্রথম মুসল্লী পিছনে চলে আসবে। যদি সে পিছনে না আসে- অথবা জায়গা না থাকে, তাহলে ইমামের উচিত- এক কাতার বরাবর সামনে অগ্রসর হয়ে যাওয়া। ইমাম যদি আগে না বাড়েন-তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তিও ইমামের বরাবর দাঁড়িয়ে যাবেন। ইহাই উত্তমপন্থা। আর যদি তৃতীয় আর একজন মুসল্লী এসে যান- তাহলে প্রথম ২ জনের মত ইমামের বরাবর দাঁড়ালে নামায মাকরূহ তাহরীমী হয়ে যাবে। কেননা, তিন মুসল্লী হলে ইমামকে সামনে এগিয়ে যাওয়া ওয়াজিব। ওয়াজিব তরক করলে মাকরূহে তাহরীমী হয়। এব্যাপারে দুররে মোখতারের মন্তব্য হলো-

وَالزَّائِدُ يَقِفُ خَلْفَهُ فَلَوْ تَوَسَّطَ اِثْنَيْنِ كُرِهَ تَنْزِيْهًا- وَتَحْرِيْمًا لَوْ اَكْثَرَ-

অর্থাৎ- "মুসল্লী বেশী হলে ইমামের সম্পূর্ণ পিছনে দাঁড়াবে। একজন বা দু'জন হলে বরাবর দাঁড়ানো মাকরূহে তানজিহী হবে এবং এর চেয়ে বেশী দাঁড়ালে মাকরূহে তাহরীমী হবে"।

ফতোয়ায়ে শামী বা রদ্দুল মোহতারের মন্তব্য হলো ঃ-

اَفَادَ اَنَّ تَقَدُّمَ الْاِمَامِ اَمَامَ الصَّفِّ وَاجِبٌ كَمَا اَفَادَهُ فِى الْهِدَايَةِ وَالْفَتْحِ-

অর্থাৎ- "দুররে মোখতারের ইশারা দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, তিন বা ততোধিক মুসল্লী হলে ইমামকে সামনে চলে যাওয়া ওয়াজিব। তিনি ওয়াজিব তরক করলে নামায মাকরূহে তাহরীমী হয়ে যাবে। হেদায়া ও ফত্‌হুল ক্বাদীর গ্রন্থেও অনুরূপ মতামত উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় স্থান সঙ্কুলান না হলে বা মুসল্লী বেশী সমাগম হয়ে গেলে কিছু মুসল্লী ইমামের বরাবর বা সামান্য পিছনে দাঁড়ানো ওযর বশতঃ জায়েয হবে। ওযর না থাকলে বাকী লোকদের নামায হবেনা। অনুরূপভাবে ওযর বশতঃ মসজিদের ভিতরেও লোক দাঁড়াতে পারবে- যদি বাইরে দাঁড়াবার জায়গা মোটেই না থাকে- অথবা বৃষ্টির দরুন বা প্রখর রৌদ্রের কারণে যদি বাইরে দাঁড়ানো সম্ভব না হয়। (খাযানা, গুন্‌ইয়া, কেফায়া, দোরবে মোখতার)।

(০৪) ছাওয়াল ঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফখরে আলম বা ফখরে জাহান বলা যাবে কি না?

জওয়াব ঃ ফখরে আলম বা ফখরে জাহান বলা নিরর্থক -বরং শাহে জাহান বলা যেতে পারে।

(০৫) ছাওয়াল ঃ নিম্নে বর্ণিত কবিতা পংতির মধ্যে কি কি ত্রুটি আছে?

"মোস্তফা কি নাখোদায়ী ছে রেহায়ী মিলগেয়ী
ওয়ারনা বেড়া নুহ কা মানজেধার মে গারাকে আব থা"।

অর্থাৎ- মোস্তফা (দঃ) -এর কান্ডারীত্বের দ্বারাই নূহের নাজাত প্রাপ্তি হয়েছিল। নতুবা নুহ (আঃ) -এর কিস্তি পানির ঢেউয়ের আঘাতেই ডুবে যেতো"।

জওয়াব ঃ উক্ত কবিতাংশের প্রথম লাইনটি ত্রুটিপূর্ণ। কেননা, উহার অন্য রকম অর্থও হতে পারে। যেমন-"মোস্তফা (দঃ) -এর কান্ডারিত্ব ছিল মুসিবত স্বরূপ; তার থেকে মুক্তি পাওয়া গেল"। সুতরাং দ্ব্যর্থবোধক অর্থের কারণে প্রথম লাইনটি ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। আর দ্বিতীয় লাইনটিও ত্রুটিপুর্ণ এই কারণে যে, নুহ নবীর কিস্তি ঐ পানিতে ডুবে গেলে তা হতো গযবে পতিত হওয়া। ঐ বন্যার পানি ছিল গযবের পানি। নবীগণ সর্বদা খোদায়ী গযব হতে মুক্ত। সুতরাং পূর্ণ লাইন দুইটিই আকায়েদের দৃষ্টিতে ত্রুটিপূর্ণ। (ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রহঃ) -এর কাব্য সৃষ্টি খুবই নিখুত -অনুবাদক)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর আন্দোলনের সাথে সৈয়দ আহমদ বেরলভীর গোপন যোগাযোগ

সোলায়মান আযহার -এর স্বীকৃতি

সৈয়দ আহমদ বেরলভীর আক্বিদা এবং আন্দোলন সম্পর্কে জানতে হলে তার দীর্ঘ হজ্ব সফর সম্পর্কে জানা থাকা উচিত। তিনি ইসমাঈল দেহলভীসহ ৭৫০ লোকের বিরাট কাফেলা নিয়ে হজ্ব করতে যান ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে। দীর্ঘ ৪ বছর আরবে অবস্থান করে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন। এই দীর্ঘ সময় তিনি কি করেছিলেন? কোথায় গিয়েছিলেন? কার সাথে দেখা করেছিলেন? কার সাথে মিলিত হয়েছিলেন? কার নিকট থেকে ওহাবী আন্দোলনের শিক্ষা ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন? -সে সম্পর্কে স্বয়ং সউদী বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক সমর্থিত ও প্রকাশিত আরবী গ্রন্থ "শেখ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব" গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ লেখা আছে।

সুলায়মান আযহারের স্বীকৃতি ঃ

শেখ আবদুল গফুর আত্তার কর্তৃক আরবীতে লিখিত এবং শেখ আহমদ সাদেক খলীল কর্তৃক উর্দূতে অনুদিত উক্ত গ্রন্থের "মুখবন্ধ" লিখেছেন সৈয়দভক্ত আহলে হাদীস নেতা মুহাম্মদ সুলায়মান আযহার ১৩৯৫ হিজরী শাবান মাসে।

উক্ত "মুখবন্ধ" -এ তিনি লিখেছেন- "বেরলভী উলামাগণ (আ'লা হযরত) হিন্দুস্তানী মুজাহিদগনের ওহাবী চিন্তাধারার কারণে তাদেরকে ওহাবী বলে প্রচার করেছেন এবং এর কারণ স্বরূপ বলেছেন যে, "হজ্বের সফরে গিয়ে সৈয়দ আহমদ ও শাহ ইসমাঈল দেহলভী ওহাবী আকায়েদ হিন্দুস্তানে আমদানী করেছেন"।

তিনি (সোলায়মান) আরো বলেছেন- "আমাদের (আহ্লে হাদীস) কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ ওলামারা বলেছেন- বেরেলীপন্থীদের এই দাবী সঠিক নয়। কিন্তু আমি (সুলায়মান আযহার) আরবের ওহাবী আন্দোলন ও ভারতের সৈয়দ আহমদ বেরলভী আন্দোলনের মধ্যে সাদৃশ্য ও পরস্পর সহযোগিতার বিষয়টি একেবারে অস্বীকার করতে পারিনা। কেননা, দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে বিপ্লবী আন্দোলন সমূহের মধ্যে সমমনা আন্দোলন হতে প্রেরণা ও নীতিমালা গ্রহণ করার রীতি স্বীকৃত। সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও শাহ ইসমাঈল দেহলভী ১৮২২ খৃষ্টাব্দে (১৮১৬?) কাফেলা নিয়ে হজ্ব করতে গিয়েছিলেন। ঐ বছরের সমাবেশটি ছিল বিরাট ঐতিহাসিক গুরুত্ববহনকারী সমাবেশ। কারণ, ঐ সমাবেশে সৈয়দ আহমদ বেরলভী, শাহ ইসমাঈল দেহলভী, মাওলানা আবদুল হাই ও বাংলার তীতুমীর (যা পরে হাজী শরিয়ত উল্লাহর আন্দোলনে একিভূত হয়ে গিয়েছিল) এবং মরক্কোর সিন্নুসী আল-কবির উপস্থিত ছিলেন। সুমাত্রার ওহাবী আন্দোলনের নেতাও ঐ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। সুমাত্রার ওহাবী নেতাদের সাথে সৈয়দ আহমদের অতি গোপন আলাপও হয়েছিল।

এই গোপন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার কারণেই ১৮২৩ইং সালটি সুমাত্রার ওহাবী আন্দোলনের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা, সুমাত্রা ও ভারতের ওহাবী আন্দোলনের মধ্যে বিস্ময়কর মিল ছিল। উভয় দেশের ওহাবী আন্দোলনের আক্বিদা, বিশ্বাস, চিন্তাধারা, উদ্দেশ্য- এমনকি- সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কর্মসূচীর মধ্যেও আশ্চর্যজনক মিল ছিল। কর্ম পদ্ধতির মিল- পাহাড়ী উপজাতীয় অঞ্চলে ঘাঁটি করা, রাত্রে আক্রমণ পরিচালনা করা, গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ করা, নিজ নেতার জন্য অতি উচ্চ ধর্মীয় উপাধী গ্রহণ করা ও ধর্মীয় সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী মনে করা- ইত্যাদি। এক্ষেত্রে উভয় আন্দোলনের মধ্যে মিল ছিল।

সুমাত্রার ওহাবী আন্দোলনের নেতা মুহাম্মদ সাম্মাব -এর উপাধী ছিল "আমিরুল মোমেনীন"। (সৈয়দ আহমদ বেরলভীর উপাধীও ছিল আমিরুল মোমেনিন)। উভয় দেশের একই পদ্ধতিতে আন্দোলন করার দ্বারা বুঝা যায় যে, সৈয়দ আহমদের ওহাবী আন্দোলন ও সুমাত্রার মুহাম্মদ সাম্মাব -এর ওহাবী আন্দোলনের মধ্যে কর্ম পদ্ধতির ঐক্য ছিল।

আর একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সৈয়দ আহমদ বেরলভীর পক্ষে হিন্দুস্তানের প্রতিনিধি হেকিম এরাদত হোসাইন সব সময় মক্কায় অবস্থান করতেন দূত হিসেবে- যেন বিভিন্ন মুসলিম দেশের আন্দোলনরত দলগুলোর সাথে গোপনে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষা করা যায়।

"এতেও আমার (সুলায়মান আযহার) কোন সন্দেহ নেই যে, আরবীয় সংস্কারক মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর মতবাদে সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও শাহ ইসমাঈল দেহলভী অনুপ্রাণিত ও দিক্ষীত হয়েছিলেন। তারা উভয়ে আরবে অবস্থানকালে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর আন্দোলন সম্পর্কে যথেষ্ট লেখাপড়া করেছিলেন। বিপ্লবী আন্দোলনের এটাই নিয়ম।

আর ঐ হজ্বের সফরেই হিন্দুস্তানী ওহাবী নেতারা আরবের বহু ওহাবী উলামাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ কথাও সত্য যে, সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর আক্বিদার মধ্যে যথেষ্ট মিল ছিল। কেননা, তারা উভয়ে ছিলেন না মাযহাবী -তথা সরাসরি কোরআন ও হাদিসের অনুসারী"। (শেখ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব, "মুখবন্ধ" পৃষ্ঠাঃ ৭-১০)।

মোদ্দা কথা, উপরোক্ত দুইটি বই ওহাবী কিতাব। তাদের বিবরণ সত্য।

মুখবন্ধের অনুবাদ ঃ সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাওলানা এম এ মান্নানের ইন্‌তিকালে আহলে সুন্নাত ও ইসলামী ফ্রন্টের শোক প্রকাশ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মহাসচিব এবং বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ জলিল বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সভাপতি শিক্ষক সমাজের নয়নমনি দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সাবেক ধর্ম ও ত্রাণ মন্ত্রী আলহাজ্ব মাওলানা এম এ মান্নানের ইনতিকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

অধ্যক্ষ এম. এ জলিল শোকবানীতে বলেন- জনাব মাওলানা এম.এ মান্নান ছিলেন বহু প্রতিভার অধিকারী ও সফল সংগঠক। তিনি শিক্ষার মান ও শিক্ষক সমাজের সম্মান অনেক উঁচুতে তুলে ধরেছেন। তাই শিক্ষক সমাজ তাঁর কাছে চিরঋণী। তিনিই বেসরকারী শিক্ষকদের বর্তমান পে-স্কেল প্রবর্তনের পথিকৃত। ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবে তিনি সারা বিশ্বে সুপরিচিত ছিলেন। ধর্ম ও ত্রাণ মন্ত্রী থাকা কালে ১৯৮৮ইং সালের বন্যার সময় তাঁরই প্রচেষ্টায় ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের সরকার বাংলাদেশকে ৫টি হেলিকপ্টার সহ বিশাল সাহায্য সম্ভার পাঠিয়ে ছিলেন।

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীন মাওলানা এম এ মান্নান সাহেবকে হারিয়ে বিরাট ঝুঁকির সম্মুখীন হলেন। তাঁর অবর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষক সমাজ মুরুব্বীশুন্য হয়ে পড়লেন। তাঁর শুন্যস্থান পূরণ করার মত এমন ব্যক্তিত্ব আর কবে পয়দা হবে- তা আলেমুল গায়েবই ভাল জানেন।

অধ্যক্ষ এম.এ জলিল মাওলানা এম.এ মান্নানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর জান্নাতী জীবনের উচ্চতম মর্যাদা কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেন। আরও শোকবার্তা পাঠিয়েছেন- অধ্যক্ষ আল্লামা শেখ আবদুল করিম সিরাজনগরী, মাওলানা শিব্বির ও আলী মুহাম্মদ চৌধুরী।

সংবাদ প্রেরক

মাওলানা কাজী মোবারক হোসেন আল কাদেরী
যুগ্ম সাংগঠনিক সচিব
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট

❁ দাওয়াত নামা ❁

আ'লা হযরত কনফারেন্স
ও
আন্তর্জাতিক সুন্নী মহা সম্মেলন '০৬

স্থান ঃ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশন মিলনায়তন, রমনা, ঢাকা।

তারিখ ঃ ২৬শে মার্চ, রোজ ঃ রবিবার, সময় ঃ বেলা ৯ ঘটিকা

দেশ বিদেশের খ্যাতনামা সুন্নী উলামায়ে কেরাম ও পীর মাশায়েখগণ তাশ্‌রীফ আনবেন এবং সুন্নীয়তের দিক নির্দেশনা দিবেন। মাযার ও ওলী বিরোধী বোমাবাজদের বিরুদ্ধে গগণ বিদারী প্রতিবাদ শ্লোগানসহ সদলবলে যোগদান করুন।

আরযগুযার
অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ জলিল

আয়োজনে ঃ আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

গাউছুল আ'যম জামে মসজিদ
গাউছুল আ'যম হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিম খানা

গ্রাম ঃ সেকদী, ডাকঘর ঃ বাগড়া বাজার, থানা ঃ ফরিদগঞ্জ, জেলা ঃ চাঁদপুর।

সম্মানীত অভিভাবকবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম,

চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানার অন্তর্গত সেকদী গ্রামে বড় পীর গাউছুল আ'যম সৈয়দ হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রাহঃ) এর স্মৃতিস্বরূপ গাউছুল আ'যম জামে মসজিদ, গাউছুল আ'যম হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও গাউছুল আ'যম এতিমখানা নামে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মূলতঃ সুন্নী আক্বিদা ভিত্তিক কোরআনে হাফিজ, ইসলামী জ্ঞানে পরিপূর্ণ আলেম গড়া ও প্রকৃত দরিদ্র এতিমের সাহায্য ও পূর্ণবাসনের লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করাই প্রতিষ্ঠাতার মূল লক্ষ্য।

বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

১। বিনা মূল্যে খাওয়া ও স্বাস্থ্য সম্মত সুন্দর পরিবেশে থাকার-সু-ব্যবস্থা।
২। সার্বক্ষনিক বৈদ্যুতিক জেনারেটরের ব্যবস্থা।
৩। অভিজ্ঞ ও উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক দ্বারা শিক্ষাদান।
৪। সুন্নী আক্বিদা ভিত্তিক পরিচালিত।
৫। প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন দেশের সুন্দরতম মসজিদ প্রতিষ্ঠিত।
৬। পরিচালক কর্তৃক মেধাভিত্তিক বিশেষ বৃত্তি ও বিশেষ পুরুস্কারের ব্যবস্থা।
৭। প্রয়োজনে এম বি বি এস ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা।

ভর্তির যাবতীয় তথ্য ও ফরম সংগ্রহের জন্য মাদ্রাসা অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ঃ আলহাজ্ব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন
এপার্টমেন্ট নং ২বি, ৩৮/৪, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ। ফোন ঃ ০১৮৮-২২৯২৯১

pdf By Syed Mostafa Sakib

অধ্যক্ষ হাফেয এম. এ. জলিল সাহেবের লিখিত সুন্নী আক্বিদাসম্পন্ন নিম্নের বইগুলো পড়ুন এবং ঈমান মজবুত করুন

বই	হাদিয়া
নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)	১৩০.০০
প্রশ্নোত্তরে আক্বায়েদ ও মাসায়েল	১০০.০০
কালেমার হাকীকত	৭০.০০
আহকামুল মাযার	৬০.০০
ইসলাহে বেহেশ্তী জেওর	৬০.০০
শিয়া পরিচিতি	৬০.০০
বালাকোট আন্দোলনের হাকিকত	৫০.০০
মিলাদ ও কিয়ামের বিধান	৫০.০০
ঈদে মিলাদুন্নবী ও না'ত লহরী	৩৫.০০
গেয়ারভী শরীফের ইতিহাস	১৫.০০
ফতোয়াউল হারামাঈন	১০.০০
ফতোয়া ছালাছীন	(নিঃশেষ)
ফতোয়া ছালাছা	(নিঃশেষ)
কারামাতে গাউসুল আযম	(নিঃশেষ)
সফর নামা আজমীর	(নিঃশেষ)
মহাসমর কাব্যের ব্যাখ্যা	(পাণ্ডুলিপি)
আ'লা হযরতের 'ইরফানে শরিয়ত'	(যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তি ঠিকানা ঃ সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র, ১/১২ তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। ফোন ঃ ৯১১১৬০৭, মোবাইল ঃ ০১৭১-৪৬৯২০৩

বিঃ দ্রঃ পাইকারগণের জন্য বিশেষ কমিশন। ভিপি করেও পাঠানো হয়।

সুন্নীবার্তার এজেন্সী ঠিকানা-২

- উত্তর শাহজাহানপুর গাউসুল আযম জামে মসজিদ, ঢাকা।
- গাউসুল আযম জামে মসজিদ, মুর্শিদ মঞ্জিল ও এতিমখানা, ফেনী, কসবা, চাঁদপুর, মোবাইল-০১৮৮-২১১৯১১।
- রহমানিয়া বুক হাউজ, বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ গেইট, ঢাকা।
- মাওঃ শেখ আবদুল করিম, সিরাজ নগর মাদ্রাসা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
- মাওলানা আবু সুফিয়ান আলকাদেরী, বদরপুর মাদ্রাসা, হাজিগঞ্জ।
- গাউছিয়া জামে মসজিদ, (নদীর পাড়) ভৈরব বাজার।
- সারওয়ার জাহান, চাওয়া পাওয়া সুষ্টোর, রহিমা নগর উত্তর বাজার, কচুয়া, চাঁদপুর।
- রিপন আহমদ, পাঁচপাড়া, ওসমানী নগর, সিলেট।
- মাওঃ আবদুল আউয়াল, কাদেরিয়া মনজিল, গাজীপুর সদর।
- মোঃ ফারুক, আজিজিয়া লাইব্রেরী, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা।
- কামাল উদ্দিন, বাদল ট্রেডার্স, হোমনা বাজার, কুমিল্লা।
- ইসহাক আলী, মেসার্স গাউছিয়া ষ্টোর, বানিয়াচঙ্গরোড, হবিগঞ্জ।
- মাওঃ সিরাজুল ইসলাম ফারুকী, হাজী আলিম উল্লাহ মাদ্রাসা, চুনারুঘাট।
- বর্ণমালা লাইব্রেরী, শিবগঞ্জ, সিলেট।
- কামাল উদ্দীন, নূরপুর গাউছিয়া পাঠাগার, আদমপুর, ভায়া হবিগঞ্জ, জিলা কিশোরগঞ্জ।
- সুপার, চমকপুর ইসঃদাঃমাদ্রাসা, মিঠামন, কিশোরগঞ্জ।
- লাল মাহমুদ, সকুয়া জামে মসজিদ, বাঘিল, টাঙ্গাইল।
- হাফেজ মোতালেব হোসেন, বলশিদ, শাহরাস্তি, চাঁদপুর।
- মাওঃ বেলাল হোসাইন, বলাখাল বাজার, হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর।
- শাহজাহান, কাপড়ের দোকান, ফতেহপুর বাজার, কচুয়া।
- মাকসুদুর রহমান, মোল্লা ভূইয়া বাড়ী, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
- এম. এ. হোসাইন, গাউছিয়া মার্কেট, লালাবাজার, সিলেট।
- মিডিয়া প্লাস, নূর মানসন, চকবাজার, কুমিল্লা।
- আক্তার হোসেন, সমসাদপুর, রহড়া, মাধবপুর, হবিগঞ্জ।
- হাফেয ইবরাহীম, মোহাম্মদীয়া হাফেজীয়া মাদ্রাসা, রামগঞ্জ, লক্ষীপুর।
- কাজী অলিউর রহমান, পপুলার লাইব্রেরী, মাধবপুর।।
- মাওঃ গিয়াস উদ্দিন আব্বাস, পানিশ্বর দাখিল মাদ্রাসা, সরাইল।
- ডাঃ সোহেল আমিন (জাকির), রহমানিয়া মেডিকেল হল, পানিশ্বর, সরাইল।
- মাওঃ অলি আহম্মদ, জুয়েল ক্লথ ষ্টোর, কাটখাল বাজার, মিঠামন।
- এটিএম মোরশেদ ইসলাম, ঘাসফড়িং লাইব্রেরী, শাহ মার্কেট, হোমনা, কুমিল্লা।
- সিরাজ মিয়া, রমজানবেগ, মুন্সীগঞ্জ।
- আবদুল আহাদ, তেলীনগর, বি বাড়ীয়া।
- মোঃ হাবিবুর রহমান, মোকাম বাড়ী, হাবড়া, বিশ্বনাথ, সিলেট।
- মোশাররফ হোসেন মিয়াজী, মাঠপাড়া, মুন্সিগঞ্জ।
- মাওঃ আবদুস সামাদ আজাদ, খতীব ভূইয়া বাড়ী জামে মসজিদ, বাঙ্গাল পাড়া, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ।
- ডাঃ শহীদ উল্লাহ, উপশম হোমিও হল, শিবপুর বাজার, নরসিংদী।
- কারী আঃ মতিন, আউশকান্দি, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।
- মাষ্টার রফিকুল ইসলাম, মাতৃছায়া কিন্ডার গার্টেন, হাশিমপুর মিয়ার বাজার, কচুয়া, চাঁদপুর।
- ইসলামী ছাত্রসেনা অফিস, ভাদুঘর আলীয়া মাদ্রাসা, বি.বাড়ীয়া।
- মাওঃ গোলাম গাউছ, দারাশা তুলপাই, কচুয়া, চাঁদপুর।
- মুফতী আবু তাহের, অধ্যক্ষ আবেদ নগর ছুন্নিয়া মাদ্রাসা, চান্দগাঁও, লাকশাম, কুমিল্লা।

- ☆ MD. AHAD MIAH, 124 SAND WELL STREET CALDMORE WALSALL WS1-3EG WEST MIDLANDS U.K. PH. 01922-639817
- ☆ MR. MAKADDUS MIAH, ALL SEASONS DRY CLEANING & LAUNDRY 142/a CALDMORE ROAD WALSALL WS1 3RF UK. PH. 01922-622093
- ☆ SYED MOSTAQUE MIAH, 41, NAPIER STREET WEST,OLDHAM OL8-4AE UK, PH. 0161-6270119
- ☆ M A. SAYED DULLAN, 24, STUBBINGTON AVE. NORTHEND. PORTS MOUTH, PO2-OHT, UK, PH. 02392-662270
- ☆ MR. ABDUL WAHID, 44-17-25 TH AVE (2ND FLOOR) ASTORIA. NY- 11103 U. S. A. TEL : 718-6267695
- ☆ ALHAJ ANFORUL ISLAM, 56.A. GLEN BURN ROAD KINGS WOOD, BRISTOL BS15-1DP- U.K. PH. 01179610560
- ☆ MD. AHMED CHODUDHURY, 14. BREAD FIELD COURT, HAWLEY ROAD, CAMDENTOWN, LONDON. NW1-8RN U.K. PH.02072843136
- ☆ MD. MUZIBUR RAHMAN, 7 WEY STREET, OLDHAM, OL8-ITX, U.K.
- ☆ SYED WAISUR REZA, 18, NORMANTON DRIVE LOUGH BOROUGH LE-11-1NT. U.K, PH.01509264582
- ☆ SYED MOQTASID, 32 BROUGH HAM, LANCASHITRE, BB12- OAS, U.K PH. 01282-623138.
- ☆ MR. SURUK MIAH, 40 MAKINTOSH PLACE ROATH, CARDIFF, CF 2H 4RQ, UK, TEL : 02920492306
- ☆ MR, ABDUL MALIK, 5 DEBURGH STREET, RIVERSIDE, CARDIFF, CH11-6LB .UK. TEL :0292-0220386.
- ☆ ABUL KASHEM, [illegible]
- ☆ ASHIK UDDIN, 142 NOTTINGHAM RD, LOUGH BOROUGH, LE11-1EX, U.K. PHONE : 01509-269106.
- ☆ ALHAJ ATAUR RAHMAN (CHAIRMAN), 59, BRICK LANE JAME MASJID, LONDON, E-1, 6QL. U.K. PHONE : 02072-476052.
- ☆ S.M.HASSAN, 68, PARKFIELD ST. RUSHLOME, MANCHESTER, M14-4BW, U.K.
- ☆ M.A. HOSSAIN, 96, NORMOUNT RD, FENHAM, NEW CASTLE UPONTYNE, E4-8SH, UK. TEL : 0191-2260617.
- ☆ CHOMOK ALI, 358 STANI FORTH ROAD, (DARNALL) SHEFIELD, S93FU, U.K. TEL : 00114-2422761
- ☆ MR. SHUHILUL HOQUE, 81, VARGINIA STREET, SOUTH PORT, PR8-6SQ, U.K. TEL : 01704-380574

প্রচ্ছদ ঃ সাজিদিয়া কমিউনিকেশন্স ( ) ৯৫৪০০৪০,০১৯১-১৮৮৯২৭